বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-১৫

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-১৫

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকাশ কাল : অক্টোবর, ২০১৫।

প্রকাশক : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

উপদেষ্টা : মোঃ মাহবুব আহমেদ, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি :

মোঃ আব্দুর রশিদ উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)	:	আহবায়ক
আনারুল কবির উপ-প্রধান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	:	সদস্য
ড. ফাতেমা ওয়াদুদ উপ-পরিচালক (শগঋক)	:	সদস্য
মোহাম্মদ রেজা আহমেদ খান সহকারী প্রধান	:	সদস্য
এস,এম সাঈদ হাসান সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ)	:	সদস্য
তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান সহকারী পরিচালক	:	সদস্য
মোঃ মজিবর রহমান সহকারী পরিচালক	:	সদস্য-সচিব

কম্পিউটার কম্পোজ : মোঃ শাহাদুল ইসলাম ও তেজেন্দ্র কুমার দাশ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

গ্রাফিক্স ডিজাইন : ফেয়ার এস প্রিন্টিং প্রেস, মতিঝিল, ঢাকা।

মুদ্রণ : ফেয়ার এস প্রিন্টিং প্রেস, মতিঝিল, ঢাকা।

স্বত্ব : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

বাণী

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম মূল চালিকা শক্তি। জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখাসহ শ্রম শক্তির প্রায় অর্ধেক কর্মসংস্থান যোগান এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাঁচামাল সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পাশাপাশি জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কৃষিতে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষির অভূতপূর্ব উন্নয়নের অগ্রযাত্রার অংশীদার হিসাবে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর তার সীমিত জনবল ও সম্পদ নিয়ে আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা প্রবর্তনে নিরলস চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকান্ডে উন্নত বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা এবং কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করে যাচ্ছে।

আমি প্রত্যাশা করি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সকল কমর্কর্তা-কর্মচারী তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনগুলিতে কৃষির সার্বিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ন অবদান রাখবেন।

বাংলার মেহনতি কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে আমরা খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশ আজ খাদ্যে উদ্বৃত্তের দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। কৃষিকের উৎপাতিদ এই উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য কার্যকর বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে অধিকতর কাঙ্খিত সাফল্য বয়ে আনতে পারে এবং এক্ষেত্রে উৎপাদক, ক্রেতা ও ভোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে আরও ফলপ্রসু সমন্বয় প্রয়োজন। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এ ক্ষেত্রে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। সেইসাথে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে বর্তমান সরকারের রূপকল্প (ভিশন)-২০২১ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে আর্বিভূত হওয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তাবায়নের নিমিত্তে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর তার কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যেমে জাতীয় অর্থনীতিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি

বাণী

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, জনগনের জীবনমান উন্নয়ন ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে ক্ষুধা, দারিদ্র ও নিরক্ষরতা মুক্ত জাতি বিনির্মানে সরকার অঙ্গিকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার কৃষক ও কৃষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নানামুখী কর্মসূচী ও নীতিমালা গ্রহন এবং এর সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন, বাজার তথ্য ও সম্প্রসারণ, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং রপ্তানী বাজার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরী বলে মনে করি। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর তার জন্মলগ্ন হতে বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার, বাজার গবেষণা, বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন, কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনের সুযোগ সৃষ্টি, বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

আধুনিক কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাসহ জাতীয় কৃষিনীতি-২০১৩ এর আলোকে বিপণন কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দক্ষ জনবল এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা সাধন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কৃষি উন্নয়ন সহায়ক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫’ প্রকাশ করছে। প্রতিবেদনটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন তথ্য রয়েছে, যা কৃষক ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের উপকারে আসবে বলে আমি আশা করি। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

শ্যামল কান্তি ঘোষ

মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থার প্রচলনের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পন্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান, দল ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন, ফসলের সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাস এবং কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে তার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হলো কৃষিপণ্যের সময়োপযোগী ও বাস্তব বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে অর্থাৎ কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে না পারলে উৎপাদন ধারা টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রতিযোগীতামূলক বাজার ব্যবস্থা এবং কৃষি খাতের অপার সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি সমন্বিত, দক্ষ ও বাজারমূখী বিপণন ব্যবস্থা কার্যকর করে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, ভোক্তাদের সহনীয় মুল্যে পণ্য সরবরাহ এবং সার্বিকভাবে কৃষিখাত থেকে অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

তাছাড়া কৃষকের উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চতকরনের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ ও কৃষিপণ্যের চাহিদা নিরুপণ, আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রক্ষেপন, আমদানী ও রপ্তানীর সম্ভাব্যতা বিশ্লষণ, আধুনিক বাজার অবকাঠামো নির্মাণ, ভ্যালুচেইন বিশ্লেষণ ও বিশেষায়িত পণ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রেখে আসছে।

কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষক পর্যায়ে বীজ সংরক্ষণে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অত্র অধিদপ্তর ৬৪টি জেলা হতে কৃষিপণ্য বিপণন সংক্রান্ত তথ্যাদি ব্যবহারকারীদের নিকট সহজলভ্য করার নিমিত্ত তা রেডিও, টিভি, ওয়েব সাইটের (www.dam.gov.bd) মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। তথ্য প্রবাহ অবাধ করতে মোবাইলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিতরন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ বাজারসমূহে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে বাজার তথ্য প্রচারের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের কাছে বিপণন সেবা পৌছে দেয়ার জন্য বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন, গুদাম নির্মাণ, কৃষক বিপণন দল গঠন, উৎপাদক ও ক্রেতা সাধারণের মধ্যে স্থিতিশীল সংযোগ স্থাপনের দায়িত্ব অত্র অধিদপ্তর নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের আপদকালীন বিক্রি রোধকল্পে শস্য জমার বিপরীতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান সহ কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে ঋণ সহায়তা প্রদানে অধিদপ্তরের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তাছাড়া কৃষি ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে যা গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা সংক্রান্ত কর্মকান্ড অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে নতুন আইন প্রণয়ন ও সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃগঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় অত্র অধিদপ্তরের জন্য প্রথম পর্যায়ে ৩০৭ টি পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে ৭৮ টি স্থায়ী ও ৩২২ টি অস্থায়ী পদসহ মোট ৪০০ টি পদ পর্যায়ক্রমে প্রতি বছর ৮০ টি করে ৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জিও জারী করা হয়েছে। এবং ৫ বছর পর উপজেলা পর্যায়ে ১৯৪০ টি পদ সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে করে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অত্র অধিদপ্তর আরো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

কৃষি উন্নয়ন সহায়ক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রথম বারের মত “বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫” প্রকাশ করতে যাচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন তথ্য রয়েছে, যা কৃষক, ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের চাহিদা মেটাবে। তেমনি নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করবে। আমি আশাকরি কৃষি বিপণনের উন্নতির জন্য যার যার অবস্থান থেকে সকলের স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন এবং কৃষির সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখবেন। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে অধিদপ্তরের যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী তথ্য, উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন এবং যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই প্রকাশনা বাস্তবে রুপ নিয়েছে তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ ।

মোঃ মাহবুব আহমেদ

সম্পাদকীয়

কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে উৎপাদক ও ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণ, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পের প্রসার, দলগত বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিতকরণ, কর্তনোত্তর অপচয় হ্রাস, রপ্তানী বৃদ্ধি ও বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার প্রভৃতি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব।

কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বাজার তথ্যের অবাধ প্রচার, কৃষি পণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরুপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, গুণগতমান পরিবীক্ষণ, পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রক্ষেপণ, আমদানী ও রপ্তানীর সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ণয় ও মূল্য বিস্তৃতি সংক্রান্ত কাজ অব্যাহত রেখেছে। বাজার তথ্যের অবাধ প্রচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে বাজার তথ্য প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বিগত ০৮-১০-২০১৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে **বার্ষিক কর্মসম্পাদন সমঝোতা স্মারক** স্বাক্ষর করেছে। উক্ত চুক্তি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক অত্র অধিদপ্তর প্রথম বারের মত ২০১৪-১৫ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এই প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক ও ভবিষ্যত কর্মকান্ড সম্পর্কে সার্বিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে কৃষক/ব্যবসায়ী/ভোক্তার স্বার্থে কি কি সেবা প্রদান ও ভবিষ্যতে তাদের স্বার্থে আরও কি কি পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে তাও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকান্ড বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫ এ যে সমস্ত তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে তা সরকারী/বেসরকারী সংস্থা, কৃষক/ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাসহ সকল শ্রেণির মানুষের উপকারে আসবে বলে আশা করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরীর ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তাঁর দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ ব্যতীত এ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ কখনোই সম্ভব ছিল না। প্রতিবেদন তৈরীতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ও শুভাকাঙ্খীগণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বার্ষিক প্রতিবেদনে যে সমস্ত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে তা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত হতে সহায়তা করবে, বিপণন সংশ্লিষ্ট সকলে এ সকল তথ্য-উপাত্ত হতে উপকৃত হবেন এবং ভবিষ্যতে এর কলেবর বৃদ্ধিতে কিংবা গুণগতমান উন্নীতকরণে যে কোন পরামর্শ ও নির্দেশনা আমাদের বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রয়াসকে আরো অনুপ্রাণিত করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

মো: আব্দুর রশিদ

বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা পরিষদঃ

	মোঃ মাহবুব আহমেদ মহাপরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।	উপদেষ্টা
	মোঃ আব্দুর রশিদ উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	আহবায়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি
	আনারুল কবির উপ-প্রধান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	সদস্য প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি
	ড. ফাতেমা ওয়াদুদ উপ-পরিচালক (শগঋক) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	সদস্য প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি
	মোহাম্মদ রেজা আহমেদ খান সহকারী প্রধান কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	সদস্য প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি
	এস,এম, সাঈদ হাসান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	সদস্য প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি
	তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান সহকারী পরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	সদস্য প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি
	মোঃ মজিবর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব প্রতিবেদন প্রনয়ন কমিটি

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০	**কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি**	
	সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	
	ভিশন	
	মিশন	
	কার্যাবলী	
	সিটিজেন চার্টার	
	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	
	অধিদপ্তরের বিগত দপ্তর প্রধানগণ	
২.০	**অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ বিপণন সেবাসমূহ**	
	বিপণন অবকাঠামো সেবা	
	বাজার সংযোগ ও সাপ্লাই চেইন সম্পর্কিত সেবা	
	ই-বিপণন সেবা	
	কৃষক দল গঠন	
	কৃষক ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	
	মূল্য সংযোজন সহায়ক সেবা	
	বিপণন সহায়ক ঋণ কার্যক্রম	
	লাইসেন্সিং ও বিপণন সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ	
৩.০	**২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন**	
৪.০	**কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শাখাওয়ারী কার্যক্রম**	
	প্রশাসন ও হিসাব শাখা	
	বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান শাখা	
	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা	
	প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা	
	বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখা	
	গবেষণা শাখা	
	শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম	
	বাজার ব্যবস্থাপনা শাখা	
	আইসিটি সেল	
৫.০	**২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেট (রাজস্ব+উন্নয়ন)**	
৬.০	**উল্লেখযোগ্য কৃষি পণ্যের বিপণন চিত্র**	
৭.০	**কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা**	
৮.০	**ফটো গ্যালারী**	

১.০ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি

১.১ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৮ সনের 'রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার' কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে একটি ব্যাপক ভিত্তিক কৃষি বিপণন কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে উৎপাদকদের উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য প্রদানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করেন।

- নয়াদিল্লিতে সদর দপ্তর করে ১৯৩৪ সনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এডভাইজার নিয়োগ করা হয় । অতঃপর ১৯৩৫ সনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে মার্কেটিং ষ্টাফ নিয়োগ করা হয়।
- ১৯৪৩ সনে অবিভক্ত বাংলায় মার্কেটিং ডিপাটমেন্ট স্থায়ী করা হয় এবং সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের পদবীকে ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ রূপান্তর করা হয়।
- ১৯৮২ সন পর্যন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নাম ছিল "কৃষি বাজার পরিদপ্তর"।
- ১৯৮২ সালে এনাম কমিটি কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৮৩ সনে যে সকল পরিদপ্তরের অফিস প্রধানের বেতন স্কেল যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ পদমর্যাদার ছিল, সে সকল পরিদপ্তরকে সরকার "**অধিদপ্তর**" হিসেবে ঘোষণা করে।

১.২ রূপকল্প (ভিশন)

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা এবং কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

১.৩ অভিলক্ষ্য (মিশন)

- কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরুপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ পূর্বক অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ ও এ বিষয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রচার করা।
- বাজার অবকাঠামো জোরদারকরণ এবং কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের গুণগত মান পরিবীক্ষণ, মান নির্ধারণ ও বিপণন সেবা প্রদানে সহায়তা করা।
- কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা দান।
- কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

- কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ ও বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

১.৫ কার্যাবলীঃ

- সকল কৃষিপণ্যের পাইকারী ও খুচরা বাজার দর, সরবরাহ, চলাচল ও মজুদের তথ্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংগ্রহ করা এবং বুলেটিনের মাধ্যমে তা বেতার ও দৈনিক পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রচার করা।
- কৃষিপণ্যের বাজারদর নিয়মিতভাবে মনিটর করা এবং বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করে তা স্থিতিশীল করার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।
- ব্যবসায়ী এবং পরিবহন সংস্থার সহযোগীতায় কৃষিপণ্য বিশেষ করে পঁচনশীল কৃষিপণ্য উদ্বৃত্ত এলাকা হতে ঘাটতি এলাকায় প্রেরণের জন্য কৃষক দলকে সংঘটিত করা।
- কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য নতুন/নিবিড় উৎপাদন এলাকায় পরিবহন এবং বিক্রয়ের জন্য সংগঠিত করা।
- ১৯৬৪ সালের (সংশোধিত ১৯৮৫) কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ।
- কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য বিপণন ব্যয়, লভ্যাংশ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে বিপণন সমস্যা চিহ্নিত করা এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের পরামর্শ প্রদান।
- দেশের গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজারসমূহে পর্যাপ্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা।
- কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় পূর্বক প্রধান-প্রধান কৃষিপণ্যের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণে সরকারকে সহায়তা প্রদান।
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক বহুমুখী কৃষিপণ্য উৎপাদন, চাহিদা ও যোগানের প্রক্ষেপণ নিরুপণ, ফসলের মূল্যের পূর্বাভাস প্রদান, গুরুত্বপূর্ণ ফসলের চাহিদা নিরুপণ ও এর সম্ভাব্য বাজার মূল্য প্রক্ষেপণ করা।
- কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারদর পরিবীক্ষণ পূর্বক আমদানী ও রপ্তানী নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান।
- কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান।
- মৌসুমে স্বল্পমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে কৃষকরা যাতে ক্ষতির সম্মুখীন না হন সে লক্ষ্যে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং পর্যায়ক্রমে সারাদেশে তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ ও বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্যসংযোজন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।
- কৃষিপণ্যের মান উন্নয়ন, প্রমিতকরণ ও গ্রেডিং কার্যক্রমের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

১.৪ সিটিজেন চার্টার

১.৪.১ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

১.৪.১.১ নাগরিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি,ফোন ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	**বাজারদর তথ্য সরবরাহ**	১.১ সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের খুচরা ও পাইকারী বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।	ক) সদর দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস। খ) ওয়েব সাইট হতে ডাউন লোড।	বিনামূল্যে	অফিস কার্যদিবসে দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান) ফোনঃ ০২-৯১১৩০৫৯ মোবাঃ ০১৫৫২৩৩৬১৬৪ ইমেইলঃ dd_mis@dam.gov.bd এবং সংশ্লিষ্ট জেলা বাজার কর্মকর্তা।
		১.২ জেলা ভিত্তিক প্রধান-প্রধান ২০টি বাজারের কৃষকপ্রাপ্ত/মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক বাজারদর সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।	ক) সদর দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস। খ) ওয়েব সাইট হতে ডাউন লোড।	বিনামূল্যে	অফিস কার্যদিবসে দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত।	
		১.৩ সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক (সপ্তাহান্ত বুধবার) বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।	ক) সদর দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস। খ) ওয়েব সাইট হতে ডাউন লোড।	বিনামূল্যে	অফিস কার্যদিবসে দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত।	
		১.৪ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষিত বাজার দর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চাহিদানুযায়ী গবেষণা কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে সরবরাহ।	ক) সদর দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস। খ) ওয়েব সাইট হতে ডাউন লোড।	বিনামূল্যে	অফিস কার্যদিবসে দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত।	

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি,ফোন ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২।	**বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৬৪ (সংশোধিত-১৯৮৫) প্রয়োগের মাধ্যমে সেবা প্রদান**	২.১ সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের ৮৯৩টি বাজারকে প্রজ্ঞাপিত বাজারের কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৬৪ (সংশোধিত ১৯৮৫) প্রয়োগের মাধ্যমে বাজারকারবারীদের মধ্যে লাইসেন্স প্রদান।	নির্ধারিত ফরমে সংশ্লিষ্ট জেলা মার্কেটিং অফিসার বরাবর আবেদন করতে হবে।	**নতুন/নবায়ন লাইসেন্স ফিঃ** ক)পাইকারী/ব্যবসায়ী/ আড়ৎদার/ মজুদদার- ৫০০/= খ) কমিশন এজেন্ট/দালাল/ গুদামজাতকারী- ৪০০/= গ) কয়াল/পরিমাপকারী/ নমুনা যাচাইকারী/ যাচনদার/শ্রেণী বিন্যাসকারী- ১০০/=	আবেদন প্রাপ্তির পর ০৫ কর্মদিবসের মধ্যে।	সংশ্লিষ্ট জেলা মার্কেটিং অফিসার।
		২.২ কৃষিপণ্য (বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৬৪ সংশোধিত ১৯৮৫)-এর আওতায় জনগণের প্রাপ্য সুবিধা ও সেবা সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা, অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি।	সদর দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট জেলা মার্কেটিং অফিস।	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির পর ২১ কর্মদিবসের মধ্যে।	সহকারী পরিচালক (বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ) এবং সংশ্লিষ্ট জেলা মার্কেটিং অফিসার
৩।	**আলু চাষীদের সেবাপ্রদান**	৩.১ দেশের সকল হিমাগারে আলু সংরক্ষণ ও খালাসের তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও হিমাগার মালিকদের প্রয়োজনানুযায়ী তথ্য সরবরাহ।	সদর দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট জেলা মার্কেটিং অফিস।	বিনামূল্যে	অফিস কার্যদিবসে দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত।	গবেষণা কর্মকর্তা-৫ ফোনঃ ০২-৯১১৬৮৯৪ মোবাঃ ০১৭১১৭৩৩২৫১ ইমেইলঃ ro_research5@dam.gov.bd এবং সংশ্লিষ্ট জেলা বাজার কর্মকর্তা।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি,ফোন ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৪।	**ন্যায্যমুল্য প্রাপ্তি ও দারিদ্র বিমোচনে ঋণ ও গুদামজাত করণে সহায়তা প্রদান**	৪.১ অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধে গুদামে শস্য জমার বিপরীতে ব্যাংক হতে ঋণ সহায়তা প্রদান।	সভাপতি, সংশ্লিষ্ট গুদাম কমিটি, মাঠ কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক।	কুইন্টাল প্রতি ১০ টাকা ভাড়া।	গুদামে শস্য জমা রাখার পরবর্তী ০৯ মাস।	সভাপতি, সংশ্লিষ্ট গুদাম কমিটি, মাঠ কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক।
৫।	**বাজার অবকাঠামো, পরিবহন ও অন্যান্য আধুনিক সুবিধা প্রদান**	৫.১ কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপণন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৮৯৩টি প্রজ্ঞাপিত বাজার, ৮২টি পাইকারী ও খুচরা বাজার এবং ৬টি রিফার ভ্যানের মাধ্যমে কৃষিপণ্য বিপণন ও পরিবহনে সহায়তা প্রদান।	সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী, ঢাকা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা মার্কেটিং অফিস।	বিনামূল্যে	আবেদন পত্র প্রাপ্তির ০২ কর্মদিবসের মধ্যে।	ম্যানেজার, সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী, ঢাকা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা মার্কেটিং অফিসার।
৬।	**কূল চেইন সুবিধা প্রদান**	৬.১ ৬টি রিফার ভ্যান এবং ৯টি কূল চেম্বারের মাধ্যমে কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও পরিবহন সহায়তা	ঢাকা সেন্ট্রাল মার্কেট ও সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস।	নির্দ্ধারিত মূল্যে	চাহিদানুযায়ী	উপ-পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তা।
৭।	**তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার**	ক) দেশের সকল জেলার গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজারের বাজারদর প্রতিদিন ওয়েব সাইটে প্রকাশ। খ) রাজধানীসহ বিভাগীয় প্রধান-প্রধান বাজারে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে বাজারদর প্রচার।	ওয়েব সাইট- **www.dam.gov.bd** ভিজিট করতে হবে। ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড ভিজিট।	বিনামূল্যে	সার্বক্ষণিক	ওয়েব সাইট- **www.dam.gov.bd** ভিজিট করতে হবে। ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড ভিজিট।
৮।	**বাজারদর প্রদর্শন**	৮.১ ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে দেশের প্রধান-প্রধান বাজারসমুহে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রদর্শন।	ডিসপ্লে বোর্ড ভিজিট।	বিনামূল্যে	সার্বক্ষণিক	ডিসপ্লে বোর্ড ভিজিট।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি,ফোন ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৯।	**কল সেন্টার**	নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারদর ও বিপণন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ।	কৃষিকল সেন্টার ১৬১২৩	প্রতি মিনিট ২৫ পয়সা (ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক ব্যতীত)	অফিস চলাকালীন সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কৃষিকল সেন্টার
১০।	**মোবাইল পুশপুল সার্ভিস**	কৃষি বিপণন সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান	মোবাইল এস এম এস সার্ভিস	প্রতি মিনিট ২৫ পয়সা (ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক ব্যতীত)	সার্বক্ষণিক	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোবাইল পুশপুল সার্ভিস

১.৪.১.২ প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি,ফোন ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	**বাজারদর তথ্য সরবরাহ**	১.১ প্রধান-প্রধান কৃষিজাত পণ্যের খুচরা ও পাইকারী, জেলা ভিত্তিক প্রধান ২০টি বাজারের কৃষকপ্রাপ্ত/মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক, জেলা সদর বাজারের প্রধান প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং সংরক্ষিত তথ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনানুযায়ী সরবরাহ।	সদর দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস।	বিনামূল্যে	অফিস কার্যদিবসে দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান) ফোনঃ ০২-৯১১৩০৫৯ মোবাঃ ০১৫৫২৩৩৬১৬৪ ইমেইলঃ dd_mis@dam.gov.bd এবং সংশ্লিষ্ট জেলা বাজার কর্মকর্তা।

১.৪.১.৩ অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি,ফোন ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	**১১ থেকে ২০ গ্রেড পর্যন্ত শূন্য পদে জনবল নিয়োগ**	ক) যোগ্য প্রার্থীদের ইন্টারভিউ কার্ড প্রেরণ। খ) চূড়ান্ত মনোনীত প্রার্থীদের ফলাফল ওয়েব সাইটে প্রকাশ। গ) নিয়োগ পত্র জারী, ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও ডাক মারফৎ।	ছবি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে আবেদন।	নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত আবেদন ফি।	সর্বোচ্চ ০৪ মাস।	মহাপরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর। ফোনঃ ৯১১৪৩১০ ইমেইল: dg@dam.gov.bd
২।	**জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরী**	মঞ্জুরীপত্র জারী	জিপিএফ ব্যালেন্সসীটসহ আবেদন।	বিনামূল্যে	আবেদন পত্র প্রাপ্তির ০৩ কর্মদিবসের মধ্যে।	
৩।	**অর্জিত ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি**	মঞ্জুরীপত্র জারী	যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন।	বিনামূল্যে	আবেদন পত্র প্রাপ্তির ০৩ কর্মদিবসের মধ্যে।	
৪।	**পেনশন মঞ্জুরী**	মঞ্জুরীপত্র জারী	যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন।	বিনামূল্যে	আবেদন পত্র প্রাপ্তির ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে।	
৫।	**যানবাহন**	প্রাধিকারভূক্ত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের অফিসিয়াল কাজে যানবাহন ব্যবহারের আদেশ জারী	যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন।	বিনামূল্যে	প্রয়োজনানুযায়ী।	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর। ফোনঃ ৯১১৪৭৬৫ ad_admn@dam.gov.bd

১.৬ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

১.৬.১ জনবল (রাজস্ব বাজেটভুক্ত)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
১	২	৩	৪
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	স্থায়ী পদ = ৪৫৫ (২টি এলআর পদসহ)	স্থায়ী পদ =৩৭২ (এলআরসহ)	স্থায়ী পদ = ৮৩ (এলআরসহ)
	অস্থায়ী =১১১	অস্থায়ী = ৮৯	অস্থায়ী = ২২
১	মোট = ৫৬৬	মোট = ৪৬১	মোট = ১০৫

১.৬.২ সাংগঠনিক কাঠামো

ক্র: নং	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	পরিচালক*	১	১	০	
২	প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন)	১	১	০	
৩	উপ-পরিচালক/উপ-প্রধান	১০	৭	৩	
৪	সহকারী প্রধান	৬	৪	২	
৫	আঞ্চলিক ম্যানেজার	৩	২	১	
৬	সহকারী পরিচালক	১৪	১২	২	
৭	গবেষণা কমর্কর্তা	৯	১	৮	
৮	পুষ্টি উন্নয়ন কর্মকর্তা	১	০	১	
৯	চামড়া বিশেষজ্ঞ	১	০	১	
১০	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০	
	১ম শ্রেণী মোটঃ	**৪৭**	**২৯**	**১৮**	
১১	প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কাম-হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৪	০	৪	
১২	প্রশিক্ষক	৩	২	১	
১৩	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১	
	২য় শ্রেণী মোটঃ	**৮**	**২**	**৬**	
১৪	মাঠ কর্মকর্তা	১৬	১৩	৩	
১৫	বাজার কর্মকর্তা/শহর বাজার কর্মকর্তা	৩২	২৭	৫	
১৬	বাজার কর্মকর্তা (অস্থায়ী)	৮	৬	২	
১৭	প্রধান সহকারী	১	০	১	
১৮	হিসাব রক্ষক	১	১	০	

১৯	ষ্টোরেজ মোটিভেটর	৪	৩	১	
২০	কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০	
২১	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	২	২	০	
২২	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৪	৪	০	
২৩	উচ্চমান সহকারী (সদর দপ্তর)	৮	৮	০	
২৪	উচ্চমান সহকারী (বিভাগ)	৪	৪	০	
২৫	বাজার অনুসন্ধানকারী	৪২	৩১	১১	
২৬	গ্রেডার-ইন-চার্জ	২২	১৯	৩	
২৭	মাঠ জরিপকারী	৪	৩	১	
২৮	সহকারী প্রশিক্ষক	৩	১	২	
২৯	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১০২	৮৪	১৮	
৩০	ক্যাশিয়ার	২	০	২	
৩১	মেকানিক	৪	৪	০	
৩২	হিসাব সহকারী	৩	২	১	
৩৩	উল প্রপাগান্ডা অফিসার	৪	৩	১	
৩৪	এক্সপার্ট কিউরার	২০	২০	০	
৩৫	গাড়ী চালক	১২	৯	৩	
	৩য় শ্রেণী মোটঃ	**২৯৯**	**২৪৫**	**৫৪**	
৩৬	ফটোকপি অপারেটর	৫	৪	১	
৩৭	ফ্লেয়ার	৪০	৩৮	২	
৩৮	এক্সপার্ট শিয়ারার	৪	৩	১	
৩৯	অফিস সহায়ক (দপ্তরী)	১	১	০	
৪০	গ্রেডার রেকর্ডার	৪	৪	০	
৪১	প্রধান ডিম পরীক্ষক	৫	৪	১	
৪২	কেয়ার টেকার-কাম-বাবুর্চি	৪	৪	০	
৪৩	অফিস সহায়ক (ডিম পরীক্ষক)	২৮	২৪	৪	
৪৪	অফিস সহায়ক (এম, এল, এস, এস)	৯০	৭৮	১২	
৪৫	অফিস সহায়ক (পিয়ন)	৬	৬	০	
৪৬	অফিস সহায়ক (বুচার)	১৬	১২	৪	
৪৭	অফিস সহায়ক (শেয়ারিং এটেনডেন্ট)	৪	৪	০	
৪৮	নিরাপত্তা প্রহরী	৫	৫	০	
	৪র্থ শ্রেণী মোটঃ	**২১২**	**১৮৭**	**২৫**	
	সর্বমোটঃ	**৫৬৬****	**৪৬৩**	**১০৩**	

*সম্প্রতি পরিচালক পদটি মহাপরিচালক পদে উন্নীত করা হয়েছে। **২টি এলআর পদসহ।

নূতন পদ সৃজনের পর কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল কাঠামোঃ

ক্র,নং	পদের নাম	বেতন গ্রেড	বিদ্যমান পদ সংখ্যা	বিলুপ্তকৃত পদ সংখ্যা	অবশিষ্ট পদ	নূতন সৃজনকৃত পদ সংখ্যা	সৃজনের পর মোট পদ সংখ্যা
১	মহাপরিচালক	২	১	-	১	-	১
২	প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন)	৩	১	১	-	-	-
৩	পরিচালক	৪	-	-	-	২	২
৪	উপ-পরিচালক	৫	৮	-	৮	৪	১২
৫	উপ প্রধান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	৫	১	১	-	-	-
৬	সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা	৬	-	-	-	২২	২২
৭	সহকারী প্রধান	৬	৬	৬	-	-	-
৮	প্রোগ্রামার (নন ক্যাডার)	৬	-	-	-	১	১
৯	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক	৭	৩	৩	-	-	-
১০	কৃষি বিপণন কর্মকর্তা	৯	-	-	-	৪২	৪২
১১	সহকারী পরিচালক	৯	১৪	-	১৪	৮	২২
১২	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) (নন ক্যাডার)	৯		-		৯	৯
১২	গবেষণা কর্মকর্তা	৯	৮	৮	-	-	-
১৩	পুষ্টি উন্নয়ন কর্মকর্তা	৯	১	-	১	-	১
১৪	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৯	১	-	১	-	১
১৫	সহকারী প্রোগ্রামার (নন ক্যাডার)	৯	-	-	-	২	২
১৬	হাইড টেকনোলজিষ্ট	৯	১	১	-	-	-
	প্রথম শ্রেণীর মোট		***৪৫***	***২০***	***২৫***	***৯০***	***১১৫***
১৭	অডিট এন্ড বাজেট অফিসার	১০	-	-	-	১	১
১৮	সহকারী কৃষি বিপণন কর্মকর্তা	**১০**	-	-	-	২২	২২
১৯	উপ সহকারী প্রকৌশলী (হার্ড ওয়্যার, সফট ওয়্যার ও নেটওয়ার্ক)	**১০**	-	-	-	১	১
২০	লাইব্রেরীয়ান	**১০**	-	-	-	১	১
২১	সহকারী প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	**১০**	-	-	-	২০	২০
	২য় শেণীর মোট		**-**	**-**	**-**	***৪৫***	***৪৫***
২২	প্রশাসনিক-কাম-হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	**১০**	৪	৪	-	-	-
২৩	প্রশিক্ষক	**১০**	৩	৩	-	-	-
২৪	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	**১১**	-	-	-	৮	৮
২৫	মাঠ কর্মকর্তা	**১১**	১৬	১৬	-	-	-
২৬	জেলা বাজার কর্মকর্তা/বাজার কর্মকর্তা	**১২**	৪০	৪০	-	-	-
২৭	মাঠ ও বাজার পরিদর্শক	**১২**	-	-	-	৭৪	৭৪
২৮	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	**১২**	১	-	১	-	১
২৯	প্রধান সহকারী	**১৩**	১	১	-	-	-
৩০	হিসাব রক্ষক	**১৩**	১	-	১	৭	৮
৩১	ষ্টোরেজ মোটিভেটর	**১৩**	৪	৪	-	-	-
৩২	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	**১৩**	২	-	২	৭	৯
৩৩	কম্পিউটার অপারেটর	**১৩**	১	-	১	-	১
৩৪	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক- কাম- কম্পিউটার অপারেটর	**১৪**	৪	-	৪	-	৪
৩৫	উচ্চমান সহকারী (প্রধান কার্যালয়)	**১৪**	৮	৭	১	-	১
৩৬	উচ্চমান সহকারী (বিভাগ)	**১৫**	৪	৪	-	-	-
৩৭	বাজার অনুসন্ধানকারী	**১৫**	৪২	৪২	-	-	-
৩৮	গ্রেডার-ইন-চার্জ	**১৫**	২২	২২	-	-	-
৩৯	মাঠ জরিপকারী	**১৫**	৪	৪	-	-	-
৪০	সহকারী প্রশিক্ষক	**১৫**	৩	৩	-	-	-
৪১	অফিস সহকারী -কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	**১৬**	১০২	-	১০২	১০	১১২
৪২	ষ্টোর কিপার	**১৬**	-	-	-	১	১
৪৩	ক্যাশিয়ার	**১৬**	২	-	২	-	২
৪৪	মেকানিক	**১৬**	৪	৪	-	-	-
৪৫	হিসাব সহকারী	**১৬**	৩	৩	-	-	-
৪৬	উল প্রপাগান্ডা অফিসার	**১৬**	৪	৪	-	-	-
৪৭	এক্সপার্ট কিউরার	**১৬**	২০	২০	-	-	-
৪৮	ড্রাইভার	**১৬**	১২	-	১২	-	১২
	৩য় শ্রেণীর মোট		***৩০৭***	***১৮১***	***১২৬***	***১০৭***	***২৩৩***
৪৯	ফটোকপি অপারেটর	**১৮**	৫	৫	-	-	-
৫০	ক্লেয়ার	**১৮**	৪০	৪০	-	-	-
৫১	এক্সপার্ট শিয়ারার	**১৮**	৪	৪	-	-	-
৫২	দপ্তরী	**১৯**	১	-	১	-	১
৫৩	গ্রেডার রেকর্ডার	**১৯**	৪	৪	-	-	-
৫৪	প্রধান ডিম পরীক্ষক	**১৯**	৫	৫	-	-	-
৫৫	কেয়ার টেকার কাম কুক	**১৯**	৪	-	৪	৬	১০

৫৬	ম্যাসেঞ্জার	**১৯**	-	-	-	১	১
৫৭	অফিস সহায়ক (ডিম পরীক্ষক)	**২০**	২৮	২৮	-	-	-
৫৮	অফিস সহায়ক (এম, এল, এস, এস/পিয়ন)	**২০**	৯৬	-	৯৬	৭৪	১৭০
৫৯	অফিস সহায়ক (শেয়ারিং এটেনডেন্ট)	**২০**	৪	৪	-	-	-
৬০	অফিস সহায়ক (বুচার)	**২০**	১৬	১৬	-	-	-
৬১	নিরাপত্তা প্রহরী	**২০**	৫	-	৫	৭৭	৮২
	৪র্থ শ্রেণীর মোট		**২১২**	**১০৬**	**১০৬**	**১৫৮**	**২৬৪**
	সর্ব মোট: (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) শ্রেণী		**৫৬৪**	**৩০৭**	**২৫৭**	**৪০০**	**৬৫৭**

১.৭ অধিদপ্তরের বিগত দপ্তর প্রধানগণ

ক্রঃ নং	দপ্তর প্রধানগণ	পদবী	মেয়াদ
০১	টি হোসেন, টিকিউএ	পরিচালক	০১-০১-১৯৬১ হতে ০৮-০১-১৯৭০
০২	কাজী মজির উদ্দিন	পরিচালক	০৯-০১-১৯৭০ হতে ০৩-১১-১৯৭৭
০৩	এ,কে,এম, বজলুর রহমান	পরিচালক	০৪-১১-১৯৭৭ হতে ১১-০১-১৯৮২
০৪	কাজী মজির উদ্দিন	পরিচালক	১২-০১-১৯৮২ হতে ৩০-০৩-১৯৮৭
০৫	মোঃ সুজাউদ্দৌলা	পরিচালক (চঃ দাঃ)	৩১-০৩-১৯৮৭ হতে ৩১-১২-১৯৮৭
০৬	মোঃ সিরাজ উদ্দিন শিকদার	পরিচালক (চঃ দাঃ)	০১-০১-১৯৮৮ হতে ৩১-০৬-১৯৮৮
০৭	এ,কে,এম বজলুর রহমান	পরিচালক	০১-০৭-১৯৮৮ হতে ৩১-০৩-১৯৯১
০৮	দবির উদ্দিন আহমেদ	পরিচালক (চঃ দাঃ)	০১-০৪-১৯৯১ হতে ৩১-০৩-১৯৯৩
০৯	আতিকুর রহমান	পরিচালক (চঃ দাঃ)	০১-০৪-১৯৯৩ হতে ২৮-০১-১৯৯৪
১০	মোঃ আমিনুল ইসলাম	পরিচালক (চঃ দাঃ)	২৯-০১-১৯৯৪ হতে ২৭-০১-১৯৯৭
১১	মোঃ মোমিনুল হক	পরিচালক (চঃ দাঃ)	২৮-০১-১৯৯৭ হতে ২৪-০৮-২০০৪
১২	সিরাজুল ইসলাম	পরিচালক (ভারপাপ্ত)	২৫-০৮-২০০৪ হতে ৩০-১০-২০০৮
১৩	ড. এম,এ মোমেন	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) (অতিঃ দাঃ)	০১-১১-২০০৮ হতে ১০-০১-২০০৯
১৪	আকমল হোসেন আজাদ	পরিচালক (অতিঃ-সচিব) (অতিঃ দাঃ)	১১-০১-২০০৯ হতে ১৫-০২-২০০৯
১৫	এ,জেড,এম শফিকুল আলম	পরিচালক (অতিঃ-সচিব) (অতিঃ দাঃ)	১৬-০২-২০০৯ হতে ০২-০৫-২০০৯
১৬	মোঃ মাহ্ফুজ-উল-আলম	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০৩-০৫-২০০৯ হতে ২৪-১১-২০১০
১৭	মোঃ মোমিনুল হক	পরিচালক (চঃ দাঃ)	২৪-১১-২০১০ হতে ২৮-০৪-২০১১
১৮	মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি	পরিচালক (অতিঃ সচিব) (অতিঃ দাঃ)	২৮-০৪-২০১১ হতে ০৮-০৫-২০১১
১৯	ছিদ্দিকুর রহমান	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০৮-০৫-২০১১ হতে ০৬-০২-২০১২
২০	মোহাম্মদ আজহারুল হক	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) (অতিঃ দাঃ)	১৫-০৩-২০১২ হতে ০২-০৪-২০১২
২১	আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০২-০৪-২০১২ হতে ০১-০৪-২০১৪
২২	কাজী ওবায়দুর রহমান	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) (অতিঃ দাঃ)	০১-০৪-২০১৪ হতে ২৯-০৫-২০১৪
২৩	মোঃ মাহবুব আহমেদ	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)*	২৯-০৫-২০১৪ হতে চলমান

*সম্প্রতি পরিচালক পদটি মহাপরিচালক পদে উন্নীত করা হয়েছে।

২.০ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ বিপণন সেবাসমূহ

২.১ বিপণন অবকাঠামো সেবাঃ

কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণের সহজ বাজার প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে গ্রোয়ার্স, পাইকারী, সেন্ট্রাল মার্কেট, এসেম্বল সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। এসকল বাজার অবকাঠামোসমূহ রাজধানী ঢাকা, জেলা সদর এবং উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত। এসকল বাজার অবকাঠামো সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কমিটি কর্তৃক পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তরাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহের আওতায় সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন ধরণের বিপণন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

২.১.১ প্রদানকৃত সেবাঃ

- ওপেন স্পেসে সংশ্লিষ্ট কৃষক/ কৃষি ব্যবসায়ী/ বাজারকারবারীদের জন্য বিপণন কার্যক্রম সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি;
- মহিলা কর্নারে মহিলাদের জন্য বিপণন সুবিধা প্রদান;
- দলগত বিপণনের সুবিধার্থে কৃষক বিপণন গ্রুপ/ ব্যবসায়ী/অন্যান্য গ্রুপের সভা আয়োজনের জন্য অফিস কক্ষ ব্যবহারের সুবিধা পাবেন;
- বাজারে অবস্থিত গুদামে পণ্য সংরক্ষরণের সুবিধা প্রদান;
- বাজারে অবস্থিত দোকানের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করার সুবিধা প্রদান;

২.১.২ সেবা প্রদান প্রক্রিয়াঃ

অধিদপ্তরের আওতাধীন বিপণন অবকাঠামো ব্যবহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে বাজারে বিদ্যমান স্পেস ব্যবহার/ দোকান ভাড়া নিতে পারবেন।

২.২ বাজার সংযোগ ও সাপ্লাই চেইন সম্পর্কিত সেবাঃ

বিভিন্ন কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন বিশ্লেষণের মাধ্যমে কৃষক/উৎপাদক/উদ্যোক্তাগণের সাথে ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের লজিস্টিক সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এসকল লজিস্টিক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে। সাপ্লাইচেইন উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন লজিস্টিকের মাধ্যমে নানাবিধ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

২.২.১ প্রদানকৃত সেবাঃ

- কূলভ্যান ও ট্রাকের মাধ্যমে পরিবহন সুবিধা প্রধান;
- কৃষিপণ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত কূল চেম্বার সুবিধা প্রদান;
- কৃষক গ্রুপের জন্য স্বল্প দূরত্বে পরিবহনের জন্য ভ্যান প্রদান;
- পণ্যের সঠিক ওজন পরিমাপের জন্য ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র প্রদান;
- পণ্য পরিবহন/ প্যাকেজিং এর জন্য প্লাস্টিক ক্যারেট সুবিধা প্রদান।

২.২.২ সেবা প্রদান প্রক্রিয়াঃ

অধিদপ্তরের আওতাধীন লজিস্টিকের ব্যবহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের জন্য কূলভ্যান, ট্রাক এবং পণ্য সংরক্ষণের জন্য কূলচেম্বার ভাড়া নিতে পারবেন। এছাড়া বাজারে স্থাপিত ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র ও প্লাস্টিক ক্যারেট বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

২.৩ ই-বিপণন সেবা

বিশ্বব্যাপী কৃষি ক্ষেত্রে ICT এর প্রয়োগ ও প্রসারের মাধ্যমে e-agriculture, e-marketing, e-commerce, e-trading, virtual market প্রভৃতি পদ্ধতির উন্মেষ ঘটছে। বিশেষ করে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা ও commodity exchange এর উন্নয়ন ও প্রসারে ICT এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরণের তথ্য সেবার পাশাপাশি ই–বিপণন সেবার মাধ্যমে কৃষকগণ মধ্যস্থ বাজার কারবারীগণকে এড়িয়ে সরাসরি ক্রেতার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন।

২.৩.১ প্রদত্ত সেবাসমূহঃ

- Internet এবং Mobile এর মাধামে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের দেশব্যাপী বাজারদর সংগ্রহ ও প্রচার।
- www.dam.gov.bd ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে কৃষি বিপণন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি প্রচার করা হয়।
- কৃষি বাজার অবকাঠামোগত তথ্য সেবা প্রদান করা হয়।
- ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ই-বিপণন সেবা যেখানে কৃষকগণ বিনামূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিষয়ক তথ্য ক্রেতা সাধারণের জন্য প্রদর্শন করতে পারবেন এবং ক্রেতাগণও তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরাসরি কৃষক ভাইদের সাথে যোগাযোগ করে ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারে electronic display স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাজারদর প্রদর্শন।

২.৩.২ সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়াঃ

- Computer, Mobile এবং Tab এর মাধ্যমে যে কেউ কৃষিপণ্যের বাজারদর বিষয়ক তথ্য বিনামূল্যে পেতে পারেন।
- যে কোন কৃষিপণ্যের বাজারদর নিয়মিতভাবে জানার জন্য অত্র অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের মাধ্যমে push service গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারেন।
- ই-বিপণন সেবা গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট এ (www.dam.gov.bd) ব্রাউস করে registration এর জন্য বিনামূল্যে আবেদন করতে পারেন।

২.৪ কৃষক বিপণন দল গঠন

দরিদ্র জনগোষ্ঠির দেশ বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরণের যে কারণে তাদের নিজস্ব উৎপাদিত স্বল্প পরিমাণের কৃষিপণ্য নিয়ে বড় বাজারসমূহে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই লাভজনক হয় না। অন্যদিকে কৃষি উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ছোট কৃষকগণের বিভিন্ন খাতে খরচের হারসমূহ বড় কৃষকের তুলনায় বেশী থাকে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের উপায় হিসাবে দল ভিত্তিক বিপণনে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

২.৪.১ প্রদত্ত সেবাসমূহঃ

- দল গঠন
- প্রশিক্ষণ
- লজিস্টিক সাপোর্ট
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত বাজার অবকাঠামোসমূহে প্রবেশের অগ্রাধিকার সেবা প্রদান/গ্রহণ।

২.৪.২ সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়াঃ

- এলাকা নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় মাঠ জরিপ সম্পাদন।
- নির্বাচিত এলাকায় দলভিত্তিক বিপণনের সুফল সম্পর্কে অবহিতকরণ, প্রচারণা, ওয়ার্কশপ।
- অধিদপ্তর কর্তৃক আগ্রহী কৃষক বাছাই, দল গঠন এবং সহযোগিতা প্রদান।
- যে কোন এলাকায় কৃষকগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলভিত্তিক বিপণনে আগ্রহ প্রকাশ করলে অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।
- এই কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের জন্য কৃষক ভাইদের কোন বাড়তি খরচ বহন করতে হয় না।

২.৫ কৃষি ব্যবসায় ও উদ্যোক্তা উন্নয়নঃ

বাংলাদেশের কৃষি আজ ধীরে ধীরে বাজারমুখী কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং অন্যান্য খাতের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বৃদ্ধির অপার সম্ভাবনা উম্মোচিত হচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে কৃষি

ব্যবসা ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে অত্র অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। এর আওতায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন ধরণের সেবা ও সহযোগীতা দেয়া হয়ে থাকে।

২.৫.১ প্রদত্ত সেবাসমূহঃ

- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ ও গবেষণা ধর্মী সেবা।
- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রচারণা ও প্রণোদনা।
- আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে সফল কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য সহযোগীতা।

২.৫.২ সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়াঃ

- অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত BADP এর সহযোগী NGO এর মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের জন্য কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাকে কোন আর্থিক খরচ বহন করতে হয় না।
- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন সফল উদ্যোগ ও কার্যক্রম পরিদর্শন করানো হয়।
- স্ব-প্রণোদিত হয়ে কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণ পরামর্শ সেবা চাইলে তা প্রদান করা হয়।

২.৬ মূল্য সংযোজন সহায়ক সেবা

কৃষিখাতের উন্নয়নের সাথে সাথে বিশ্বায়ন এবং ভোক্তাগণের জীবনমান ও খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে কৃষি ও প্রাণীজ পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম সর্বত্রই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের কৃষিখাতেও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই কার্যক্রমকে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য অত্র অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম অব্যহত রেখেছে।

২.৬.১ প্রদত্ত সেবাসমূহঃ

- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় শস্য উৎপাদনকারী গুরুত্বপুর্ণ এলাকায় উন্নয়নকৃত প্রসেসিং কাম ট্রেনিং সেন্টার এর মাধ্যমে পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী সম্পর্কিত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রসেসিং কাম ট্রেনিং সেন্টারসমূহের সুবিধাসমূহ উদ্যোক্তা বা আগ্রহী কৃষকগণ নির্দিষ্ট নমুনা পণ্য (Sample Product) তৈরীর ব্যাপারে ব্যবহার করতে পারেন।

২.৫.২ সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়াঃ

- অধিদপ্তর সারা বছর ব্যাপি সময় সময় নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে যেখানে আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তাগণ বিনা খরচে অংশ গ্রহণ করতে পারেন।
- আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ীগণ স্বপ্রনোদিত হয়ে দলবদ্ধভাবে আবেদন করলে অধিদপ্তর সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।
- সংশ্লিষ্ট সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে প্রসেসিং কাম ট্রেনিং সেন্টারের সুবিধাদি ব্যবহার করতে পারেন।

২.৭ বিপণন সহায়ক ঋণ কার্যক্রমঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিপণন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নরুপ ০২ (দুই) ধরনের ঋণ সুবিধা বিদ্যমানঃ

২.৭.১ কৃষি ব্যবসা উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণঃ

সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে গঠিত রিভলভিং ফান্ডের আওমানঃসমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তা করার নিমিত্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

২.৭.১.১ প্রদত্ত সেবাসমূহঃ

- কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তার নিমিত্ত ঋণ প্রদান;
- ঋণের পরিমাণ ৩৫,০০০/– হতে ৩,৫০,০০০/– টাকা ;
- ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর;
- গ্রেস পিরিয়ড সর্বোচ্চ ০৩(তিন) মাস;
- সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক ঋণ গ্রহিতা উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ সেবা প্রদান।

২.৭.১.২ সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়াঃ

সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ০৩(তিন)টি এনজিও(যথা ব্র্যাক, আশা, টিএমএসএস) এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

২.৭.২ শস্য গুদাম ঋণঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমাপ্ত শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প যা পরবর্তীতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত এবং বর্তমানে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম–এর আওতায় অভাবতাড়িত বিক্রয়রোধ করার নিমিত্ত জমাকৃত শস্যের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে ।

২.৭.২.১ প্রদত্ত সেবাসমূহঃ

- দলগতভাবে কাজ করার জন্য গ্রুপ গঠন;
- শস্য সংরক্ষণের সুবিধা;
- জমাকৃত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলভুক্ত ব্যাংকের সংযুক্ত শাখার মাধ্যমে ঋণ প্রদানের সুবিধা;
- বিপণন বিষয়ক পরামর্শ সেবা প্রদান।

২.৭.২.২ সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়াঃ

স্থানীয় গুদাম উপদেষ্টা কমিটি'র সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক জমাকৃত শস্যের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

২.৮ লাইসেন্সিং ও বিপণন সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগঃ

কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা একটি দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার অন্যতম চালিকা শক্তি । আর সুষ্ঠু ও কার্যকরী বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পরে একটি শক্তিশালী আইনগত ভিত্তির। উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের সুযোগ কম থাকলেও উন্নয়নমুখী দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সময়ে সময়ে বাজার ব্যবস্থা এবং বাজারকারবারীদের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হয়ে পরে।

২.৮.১ প্রদত্ত সেবাসমূহঃ

- অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োগকৃত কৃষি পণ্য আইন ১৯৬৪(১৯৮৫ সনে সংশোধিত) এর আওতায় কৃষক এবং খুচরা ব্যবসায়ী ছাড়া কৃষিপণ্যের সকল ধরণের ব্যবসায়ী বা বাজারকারবারীগণকে বিপণন লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
- বাজারকারবারীগণ ও ক্রেতা সাধারণের মাঝে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানে আইনের আওতায় অত্র অধিদপ্তর মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে থাকে।

- পরিমিত বাটখারা ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার বাজার কর্মকর্তার মাধ্যমে বাজারকারবারীগণ তাদের ব্যবহৃত বাটখারা এবং ভোক্তাগন তাদের ক্রয়কৃত পন্যের ওজন যাচাই করার সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

২.৮.৩ সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়াঃ

- কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের পরিস্থিতি ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বাজার নির্বাচন করে তাকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়।
- প্রজ্ঞাপিত কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের বাজারকারবারীগণকে নির্দিষ্ট ফর্ম এর মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান করে বিপণন লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করতে হয়।
- অধিদপ্তর উক্ত আবেদন যাচাই করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিপণন লাইসেন্স ইস্যু করে।
- চাষী এবং খুচরা ব্যবসায়ীকে এই লাইসেন্সিং কার্যক্রম হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।
- ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে তাদের বাটখাড়া যাচাই এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা মার্কেটিং অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

৩.০ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত মাঠ পর্যায়ের ৬৪টি জেলা অফিস ও ৪টি উপজেলা অফিস হতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে খুচরা, পাইকারী ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর সংগ্রহ ও সংকলন পূর্বক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) ও অন্যান্য মাধ্যমে ২০,০০০ বাজার তথ্য, ৪০০০ বুলেটিন ও ১৬৮টি প্রতিবেদন আকারে প্রচার করা হয়েছে।
- সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রচলিত বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত ১৯৮৫) এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ৮৯৩টি নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রায় ৫০,০০০ জন কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীদের মধ্যে লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন বাবদ সরকারী কোষাগারে প্রায় ১.৫০৩ কোটি টাকা জমা করা হয়েছে।
- কৃষকদের অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধ করার জন্য শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১১৫টি গুদামের মাধ্যমে ৫,৩৯৯ জন কৃষকের ৫,৮০৫ মেঃটন শস্য জমার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলী ব্যাংকের মাধ্যমে ৬.৩৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ পরিশোধের হার ৯৮.৪০%।
- কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও কৃষকের বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রংপুর ও খুলনা জেলায় মোট ০২টি অফিস কাম

প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে কৃষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা ছাড়াও পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতভূক্ত ০১ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান এবং প্রকল্পভূক্ত ০২ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক, প্রশাসনিক, কৃষি বিপণন, বাজার তথ্য, আইসিটি, ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমোট ২৬১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ০৯ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, জাপান ইত্যাদি দেশে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।
- অধিদপ্তরের পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (বিপণন অংগ) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে প্রকল্পভূক্ত এলাকার বেইজলাইন পরিস্থিতি বিষয়ক ১টি সার্ভে এবং মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (বিপণন অংগ) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় "Baseline Survey on Agricultural Production, Trader and Producer Profiling of the Project Area under MIADP" শীর্ষক ০১টি সার্ভে কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।
- বাজার সংযোগ স্থাপন ও কৃষকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে সর্বমোট ৮৯৭ টি কৃষক গ্রুপ/কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। এই সকল গ্রুপে সর্বমোট ১৭,৯৪০ জন কৃষক সদস্য রয়েছেন।
- কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাজার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় কর্তনোত্তর প্রযুক্তি, ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজার ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, উচ্চমূল্যের ফসল সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমোট ১০,০০০ জন কৃষক/উদ্যোক্তা/বাজারকারবারী/ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে ০৮ টি আঞ্চলিক ও ০৭ টি জাতীয় ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে।
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে ৪৫ টি মোটিভেশনাল ট্যুরের আয়োজন করা হয়েছে, যার আওতায় ৯০০ জন কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী অংশ গ্রহণ করেছে।
- কৃষকদের বিপণন অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় ১টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল এসেম্বল সেন্টারে কৃষক ও ব্যবসায়ী সরাসরি পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা পাচ্ছে।

- সমাপ্ত এফএমজি কর্মসূচীর অধীনে কৃষিপণ্য বিপণনে লজিস্টিক সহায়তা প্রদানের অংশ হিসাবে ১৫ টি পানি রোধক ত্রিপল সরবরাহ, পণ্য পরিবহনের নিমিত্ত ৭০ টি ভ্যান সরবরাহ, উন্নত প্যাকেজিং প্রযুক্তি হস্তান্তরের নিমিত্ত ২৫০ টি প্লাস্টিক ক্যারেট, সঠিক ওজন পরিমাপ প্রচলনের জন্য ৭৫ টি ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে।
- সমাপ্ত এফএমজি কর্মসূচীর অধীনে এনসিডিপি বাজার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মার্কেটে ৩৫ টি ম্যানুয়েল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকদের শস্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি বিষয়ক অবস্থা উন্নয়নে শস্য গুদাম ঋণ কর্মসূচী (শগঋক) মডেল সম্প্রসারণের মাধ্যমে জমাকৃত শস্যের উপর তফসিলভূক্ত ব্যাংক হতে ঋণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে ৪টি এলজিইডি'র মালিকানাধীন গুদাম সংস্কারের মাধ্যমে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- সমাপ্ত 'বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প' এর আওতায় সৃষ্ট রিভলভিং ফান্ড কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্পভূক্ত ০৩টি সহযোগী এনজিও (আশা, ব্র্যাক ও টিএমএসএস) এর মাধ্যমে গ্রাম ও উপ-শহর অঞ্চলের ১,০০০ জন কৃষি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাকে ১২.৫০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ০৫টি গবেষণা শাখা থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের কৃষিপণ্যের মূল্যভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের জন্য সরকার কর্তৃক তামাক ফসলের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণে অধিদপ্তরের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪.০ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শাখাওয়ারী কার্যক্রম

৪.১ প্রশাসন ও হিসাব শাখা

৪.১.১ ভূমিকাঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, জেলা মার্কেটিং অফিস ও বিদ্যমান ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিসসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যালয়ের সঙ্গে প্রশাসনিক ও সমন্বয় সংক্রান্ত কাজের যোগসূত্র হিসেবে প্রশাসন শাখা কাজ করে থাকে। এছাড়াও প্রাশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গেও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রশাসন ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকে। প্রশাসন শাখার উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, অফিস সরঞ্জাম, আসবাবপত্র সংগ্রহ. যানবাহন পরিচালনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা, নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান, বেতন ভাতাদি প্রদান, ক্যাশবহি, চাকুরীর খতিয়ান বহি, বিভিন্ন প্রকার রেজিষ্ট্রার, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, চিঠি পত্রের

গমনাগমণ, আর্থিক বাজেট, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাজ পোষাক প্রদান, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ, বিভিন্ন প্রকার পত্র ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ অন্যতম।

৪.১.২ প্রশাসন ও হিসাব কার্যাবলীঃ

৪.১.২.১ জনবল সংক্রান্তঃ

অধিদপ্তরের বর্তমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সদর দপ্তর, ৪টি বিভাগ, ৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলায় কর্মরত (৩০ জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত) জনবল এর বিবরণ নিম্নরূপ।

অনুমোদিত পদ সংখ্যা		কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্য পদ সংখ্যা	মন্তব্য
১ম শ্রেণী	৪৭	৩০	১৭	
২য় শ্রেণী	০৮	০২	০৬	
৩য় শ্রেণী	২৯৯	২৪০	৫৯	
৪র্থ শ্রেণী	২১২	২৯১	২১	
	মোট = ৫৬৬	**৪৬৩**	**১০৩**	

৪.১.২.২ প্রশাসনিক ও সেবা মূলক কার্যক্রমঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে এ অধিদপ্তরের ১ জন কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুর, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পিআরএল ও লাম্পগ্র্যান্ট মঞ্জুর, ৫জন কর্মচারীর পারিবারিক পেনশন মঞ্জুরী, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৭৯ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে উচ্চতর বেতন স্কেল (টাইম স্কেল) প্রদান, ০২ জন কর্মকর্তাকে নির্ধারিত স্কেলে সিলেকশন গ্রেড প্রদান, ০৩ জন কর্মচারীর ইবিক্রস আদেশ জারী, ০৮ জন কর্মকর্তা এবং ১৬ জন কর্মচারীর শ্রান্তি বিনোদন ছুটিসহ ভাতা মঞ্জুর, ৬৯ জন কর্মচারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির আদেশ প্রদান, ০৪ জন কর্মকর্তা ও ২০ জন কর্মচারীর জিপিএফ অগ্রিম আদেশ মঞ্জুর, ০১ জন কর্মকর্তা ও ০৩ জন কর্মচারীর জিপিএফ চূড়ান্ত উত্তোলন আদেশ মঞ্জুর করা হয়।

- **সকল প্রকার অগ্রীম সংক্রান্তঃ**

  ০৩ জন কর্মচারীকে গৃহনির্মাণ অগ্রিম প্রদানের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের প্রেক্ষিতে তাঁদের নামের বিপরীতে গৃহনির্মাণ অগ্রিম আদেশ জারী, ০৫ জন কর্মচারীকে মটর সাইকেল অগ্রিম প্রদানের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের প্রেক্ষিতে তাঁদের নামের বিপরীতে মটর সাইকেল অগ্রিম আদেশ জারী, ১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মটর সাইকেল অগ্রিম প্রদানের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের প্রেক্ষিতে তাঁদের নামের বিপরীতে মটর সাইকেল অগ্রিম আদেশ জারী, ০১ জন

কর্মকর্তাকে, কম্পিউটার অগ্রিম প্রদানের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের প্রেক্ষিতে তাঁদের নামের বিপরীতে কম্পিউটার অগ্রিম আদেশ জারী করা হয়।

- **নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্তঃ**

  অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। তবে অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন পিরোজপুর-বাগেরহাট-গোপালগঞ্জ সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ)-এ ০১ জন ২য় শ্রেণীরকর্মকর্তা এবং মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ)-এর ০১ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ প্রদান, ০১ জন কর্মকর্তার পদোন্নতির প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রেক্ষিতে তাঁকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

- **মামলা সংক্রান্তঃ**

  অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়নি। তবে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা হতে প্রতিবেদনের বৎসরে ২জন কর্মচারীর বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে ১ জন কর্মচারীকে মামলা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে এবং ১ জনের ১টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১ বছরের জন্য স্থগিত, মাননীয় হাই কোর্টে রিট মামলা-১টি ও আপীল মামলা-১টি এবং সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্টেট কোর্টে মামলা-১টিসহ মোট ০৩টি মামলা রয়েছে, মাননীয় হাই কোর্টে হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে আদালত অবমাননা ০১টি মামলা নিস্পত্তি হয়। প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল হতে ০১টি মামলা নিস্পত্তি হয় এবং এক্ষেত্রে ২টি মামলার রায়ই সরকারের অনুকূলে আসে।

- **সাজ পোষাক সংক্রান্তঃ**

  অধিদপ্তরের গাড়ী চালক ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট ২৮ জন কর্মচারীকে সাজ পোষাক প্রদান করা হয়।

- **সেন্ট্রাল ডেসপ্যাচ সংক্রান্তঃ**

  সেন্ট্রাল ডেসপ্যাচে ১২,৩৩২ টি পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং ২,৬৭৬ টি পত্র ও প্রতিবেদনে ইস্যু নম্বর জারী করা হয়।

৪.১.২.৩ লাইব্রেরী সংক্রান্তঃ

সদর দপ্তরে ছোট পরিসরে একটি লাইব্রেরী রয়েছে। এ লাইব্রেরীতে কৃষি বিপণন, সরকারী চাকুরীরির বিধি বিধান, হিসাব, আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৭৫৫ টি বই সংরক্ষিত আছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ লাইব্রেরীর সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

৪.১.২.৪ অবকাঠামোঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ এ অবস্থিত। ০৪টি বিভাগীয় কার্যালয়ের মধ্যে ০৩টি নিজস্ব ভবনে ও একটি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে অবস্থিত। শস্য গুদাম ঋণ

কার্যক্রমের ০৩টি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের মধ্যে নিজস্ব ভবনে ০২টি ও ভাড়াকৃত ভবনে ০১টি কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়া জেলা মার্কেটিং অফিস গুলোর মধ্যে ৮টি নিজস্ব ভবনে ও ৫৬টি ভাড়াকৃত ভবনে অবস্থিত এবং বিদ্যমান ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিস ভাড়াকৃত ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়াও এ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অফিস কাম প্রশিক্ষণ ও প্রক্রিয়াজতকরণ কেন্দ্র ১২টি, ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট, ঢাকার গাবতলীতে একটি সেন্ট্রাল মার্কেট, কৃষি পণ্যের ০২টি এ্যাসেম্বল সেন্টার রয়েছে। এতদভিন্ন ১২টি নিজস্ব গুদাম ও ১০৩টি এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ভাড়াকৃত গুদাম রয়েছে।

৪.১.২.৫ স্থাবর সম্পত্তিঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিজস্ব ও লীজসহ অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত জমির উপর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এ অধিদপ্তরের অধীন সর্বমোট ২১.২৮ একর জমি রয়েছে। এর মধ্যে নিজস্ব জমির পরিমান ১৪.৭৩৪৫ একর এবং লীজ অথবা অন্যান্য ভাবে প্রাপ্ত জমির পরিমাণ ৬.৫৪৫৫ একর।

৪.১.২.৬ যানবাহনঃ

এ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতসহ বিভিন্ন প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত ২৭ টি যানবাহন রয়েছে এবং যানবাহনগুলো দাপ্তরিক ও সেবামূলক কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে।

- টিওএন্ডই ভুক্ত কার-১টি, জীপ-১১টি ও মাইক্রোবাস-৩টি।
- ঢাকার সেন্ট্রাল মার্কেটে কুল ভ্যান-৬টি ও ১টি খোলা ট্রাক রয়েছে।
- প্রকল্পের যানবাহন-জীপ-১টি, পিকআপ ভ্যান-২টি, মাইক্রেবাস-১টি, কুল ভ্যান-১টি।

৪.১.২.৭ প্রচারণা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন মূলক কাজঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে ফসলের কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গৃহ পর্যায়ে আলুর সংরক্ষণ কৌশল, আলু হতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন খাবার তৈরী পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে ১৬,০০০টি পোষ্টার, ২,৫০০টি লিফলেট ও অধিদপ্তরের মিশন, ভিশন ও গৃহ পর্যায়ে আলুর সংরক্ষণ কৌশল বিষয়ে ২৪,০০০টি ফোল্ডার মুদ্রণ করা হয়। এ অর্থ বৎসরে সদর দপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি মেলা, জাতীয় ফল মেলা, আইসিটি মেলাসহ ৬৩ টি মেলা ও বিভিন্ন স্মারক দিবসের অনুষ্ঠান ও উদ্বুদ্ধকরণ রেলিতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

৪.১.২.৮ অধিদপ্তরের জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

বর্তমান যুগের সঙ্গে তালমিলিয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের কাজ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সনে শুরু হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কৃষি মন্ত্রণালয়

কর্তৃক গঠনকৃত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর ভাইস চ্যান্সেলর, ড. এম.এ সাত্তার মন্ডল-এর সভাপতিত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি অধিদপ্তরের বিস্তৃতি উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারণসহ ৩,৪২০ টি পদ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করে। পুনর্গঠন কার্যক্রমের এই ধারাবাহিকতায় কৃষি মন্ত্রণালয় ৪,১৮৬টি পদ সৃজন ও ৩১১টি পদ বিলুপ্তির প্রস্তাব করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে ৩০৭টি পদ বিলুপ্তিসহ ১৩৩টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে ও ২৪৭১টি অস্থায়ী পদসহ মোট ২,৬০৪টি পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করে। সে প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা ৩০৭টি পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে ৭৮টি স্থায়ী ও ৩২২টি অস্থায়ী পদসহ মোট ৪০০টি পদ এবং উপজেলা পর্যায়ে ১,৯৪০টি পদ পাঁচ বছর পর সৃজনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করে। যা চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে।

৪.১.২.৯ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা সম্পর্কে উপকারভোগীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সংগে যোগাযোগ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর	বিষয়	ফোন, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর
১।	জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী প্রধান(গবেষণা ও উন্নয়ন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির (Grievance Redress System-GRS) সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৪০৯৩ ফ্যাক্সঃ ৯১৩৯৩৮৫ ই-মেইলঃ chief@dam.gov.bd
২।	জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী প্রধান(গবেষণা ও উন্নয়ন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৪০৯৩ ফ্যাক্সঃ ৯১৩৯৩৮৫ ই-মেইলঃ chief@dam.gov.bd
৩।	জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী প্রধান(গবেষণা ও উন্নয়ন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	ইনোভেশন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৪০৯৩ ফ্যাক্সঃ ৯১৩৯৩৮৫ ই-মেইলঃ chief@dam.gov.bd
৪।	জনাব আব্দুর রশিদ উপ-পরিচালক(বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৩০৫৯ ফ্যাক্সঃ ৯১৩৯৩৮৫ ই-মেইলঃ rashid_dam@yahoo.com
৫।	বেগম শাহনাজ বেগম নীনা উপ-পরিচালক(আরইটিসি) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	আইসিটি সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৫৯৯৭ ফ্যাক্সঃ ৯১৩৯৩৮৫ ই-মেইলঃ dd-retc@dam.gov.bd
৬।	জনাব আনারুল কবির উপ-প্রধান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো(এমটিবিএফ) এর উন্নয়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৪৮২২ ফ্যাক্সঃ ৯১৩৯৩৮৫ ই-মেইলঃ anarul@gmail.com
৭।	জনাব তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান, সহকারী পরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৬১৭০ ফ্যাক্সঃ ৯১৩৯৩৮৫ ই-মেইলঃ kshahu@gmail.com

৪.১.২.১০ হিসাব সংক্রান্তঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা মার্কেটিং অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিসের আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী হিসাব শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ শাখা থেকে বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ, সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ও ভ্রমণ ভাতাদি, বিভিন্ন প্রকার বিল পাস, নিরীক্ষা সংক্রান্ত, আর্থিক হিসাব রক্ষণ, আর্থিক আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত ও প্রেরণ সংক্রান্ত এবং আর্থিক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়।

৪.১.২.১০ আর্থিক বাজেট ২০১৪-১৫

টেবিল-১: রাজস্ব খাতের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

মূল বাজেটে বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	সমর্পন
১৩৪০.১০	১৩৫৯.২০	১৩৩৭.১৬	২২.০৪

৪.২ বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান শাখা

৪.২.১. কার্যাবলীঃ

- বাজার তথ্য সার্ভিস সমৃদ্ধ ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজারদর ও বাজার তথ্য কৃষক পর্যায়, পাইকারী ও খুচরা পর্যায় হতে সংগ্রহ, পণ্যের যোগান, পণ্যের সরবরাহ ও উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংকলন, সংরক্ষণ পূর্বক তা কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের নিকট যথাসময়ে সরবরাহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- কৃষিপণ্যের যোগান, চাহিদা ও বাজারদর নিয়মিতভাবে মনিটর করা এবং পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করে বাজারদর স্থিতিশীল রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।
- বিভিন্ন বাজারের বাজারদরসহ প্রয়োজনীয় তথ্য বেতার, টিভি এবং ওয়েবসাইটসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফসলের মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির সাপ্তাহিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনবোধে মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরীতে সহায়তা করা।
- পণ্যের যোগান ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজার নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। পণ্যের যোগান ও বাজার দরের মধ্যে

কোন ধরণের অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলে বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমাধান করা।

- পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ফসলের উৎপাদন খরচ ও বিপণন ব্যয়ের আলোকে খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- বাজার তথ্য শাখায় রক্ষিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সরকারী/বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃসংস্থা আয়োজিত সভার জন্য তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন এবং প্রয়োজনবোধে মহাপরিচালকের পক্ষে সভায় যোগদান করা।

৪.২.২ বাজার তথ্য শাখা হতে প্রদানকৃত সেবাসমূহঃ

- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের খুচরা ও পাইকারী বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- জেলা ভিত্তিক প্রধান প্রধান ২০টি বাজারের কৃষকপ্রাপ্ত/মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক বাজারদর সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক (সপ্তাহান্ত বুধবার) বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষিত বাজারদর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চাহিদানুযায়ী গবেষণা কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে সরবরাহ।

৪.২.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সেবাঃ

প্রধান-প্রধান কৃষিজাত পণ্যের খুচরা ও পাইকারী, জেলা ভিত্তিক প্রধান ২০টি বাজারের কৃষকপ্রাপ্ত/মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক, জেলা সদর বাজারের প্রধান প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং সংরক্ষিত তথ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনানুযায়ী সরবরাহ।

৪.২.৪ বাজার তথ্য সরবরাহঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও জেলা অফিস হতে প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা যেমনঃ হাসপাতাল, পুলিশ, সিভিল সার্জন, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, কোল্ড ষ্টোরেজ মালিক ও কোল্ড ষ্টোরেজ এ্যাসোসিয়েশন, বডার গার্ড বাংলাদেশ,

র‍্যাব, সেনা বাহিনী, এপিবিএন, চিড়িয়াখানা, সরকারী দুগ্ধ খামার, সরকারী হাঁস-মুরগী খামার, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক ভিত্তিতে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে অত্র শাখা হতে লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে সর্বমোট ১২৭ টি পত্রের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.২.৫ ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে বাজার তথ্য প্রচারঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় www.dam.gov.bd নামে একটি ওয়েবসাইট রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত সকল প্রকার বাজার তথ্য এই ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এই ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার হতে সংগৃহীত পাইকারী ও খুচরা বাজারদর প্রচার করা হচ্ছে। তাছাড়া ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনার সদর বাজার গুরুত্বপূর্ণ ৩১ টি পণ্যের দৈনিক বাজারদর এর সাথে বিগত মাসের ও বছরের বাজারদরের তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। সকল জেলা সদর বাজারের গুরুত্বপূর্ণ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের দৈনিক বাজারদর প্রতিবেদন সরাসরি ওয়েবসাইট এ প্রকাশ করা হচ্ছে। এই ওয়েবসাইট হতে যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য ডাউনলোড করে নিতে পারেন বিনামূল্যে।

৪.২.৫. যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নঃ

অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য প্রদর্শন ও যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য পর্যালোচনা কালে কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য যৌক্তিক পর্যায় রাখার স্বার্থে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর গত বিভিন্ন সময়ে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী, সুপার সপ, সিটি কর্পোরেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পাইকারী পর্যায়ে ২-৫% এবং খুচরা পর্যায়ে পাইকারী মূল্যের সাথে আলু ও মসলা জাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে ১০-১৫% এবাং পঁচনশীল শাকসব্জীতে ২০-২৫% অতিরিক্ত মূল্য যোগ করে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে কারওয়ান বাজার, নিউমার্কেট, মোহাম্মদপুর টাউনহল বাজার ও মিরপুর-১ বাজারের ব্যবসায়ী সমিতিকে প্রতিদিন প্রতিবেদন প্রদান এবং যৌক্তিক মূল্য অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য খুচরা ব্যবসায়ীদের অনুরোধ ও ব্যবসায়ী সমিতির সাথে যৌথভাবে বাজার মনিটরিং করা

হচ্ছে। তাছাড়া অনুরুপভাবে নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্যে সুপারশপ আগোরা, স্বপ্ন, মিনা বাজার ও প্রিন্স বাজারকে ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য কৃষিপণ্যের বাজারদর মনিটরিং করা হচ্ছে।

৪.২.৬ সাপ্তাহিক মূল্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রণয়নঃ

বাজার তথ্য শাখা হতে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা সদর বাজারের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারদরের সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরির মূল্য পরিস্থিতি, সরবরাহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এই প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের বাজারদরের হ্রাস/বৃদ্ধি, হ্রাস/বৃদ্ধির পরিমাণ, হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ, সরবরাহ পরিস্থিতি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয় এই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও বাজার তথ্য শাখা হতে গুরুত্বপূর্ণ ২০টি জেলার অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদরের সাপ্তাহিক বাজারদর পরিস্থিতি বিষয়ক পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ ঐ সকল কৃষিপণ্যের সাপ্তাহিক বাজারদরের সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরিক বাজারদরের হ্রাস/বৃদ্ধির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে সাম্প্রতিক ও বছর ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির পরিমাণ পর্যালোচনা ও ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ করা হয়। উভয় প্রতিবেদনই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের অবগতি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্য প্রেরণ করা হয়।

৪.২.৭. বাজার মনিটরিং এবং আন্তমন্ত্রণালয় সভা ও টাস্কফোর্স সভায় যোগদানঃ

দ্রব্য মূল্যের বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীর ০৮ টি বাজার মনিটরিং করে। এই বাজারগুলোর মধ্যে ০৪টি হতে পাইকারী ও অন্য ০৪ টি হতে খুচরা বাজারদর সংগ্রহসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বাজার মনিটরিং এর উদ্দ্যেশ্য হলো বাজারদর সংগ্রহ, বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত, এলাকা ভিত্তিক পণ্যের যোগান তথ্য সংগ্রহ, সঠিক মূল্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা। বাজারদর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য অনেক বেশী যা ভোক্তা সাধারণ অবগত নয়। ভোক্তা সাধারণকে অবগত/সচেতন করার লক্ষ্যে এবং পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের ব্যবধান হ্রাসকল্পে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে ২০ টি গুরুত্বপূর্ণ ফসলের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বিক্রি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাজার মনিটরিং এর লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন করে কর্মকর্তা প্রতিদিন দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছে। জেলা পর্যায়ে মনিটরিং এর অংশ হিসাবে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন জেলা সদর বাজারের পাইকারী ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করছে। দ্রব্য মূল্য অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি রোধকল্পে জেলা বাজার কর্মকর্তাগণ জেলা দ্রব্যমূল্য মনিটরিং টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালন

অব্যাহত রেখেছে। বাজারদর মনিটরিং এর অংশ হিসাবে অত্র অধিদপ্তর প্রথম পর্যায়ে ঢাকার ০৫টি বাজার (নিউমার্কেট, কারওয়ান বাজার , মোহাম্মদপুর টাউন হল মার্কেট, মিরপুর-১ নং বাজার ও শান্তি নগর কাঁচা বাজার) এবং জেলা পর্যায়ের ০৫ টি বাজার যথা- খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের সদর বাজারে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে বাজারদরসহ যে কোন প্রকার তথ্য কৃষক/ভোক্তা ও ব্যবসায়ীগণের অবগতির স্বার্থে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দ্রব্য মূল্য মনিটরিং এর অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দ্রব্যমূল্য পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং সেল এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে এই দপ্তর নিবিড়ভাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৪.২.৮. মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ

দ্রব্য মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা, অত্যধিক মুনাফা লাভ প্রবণতা হ্রাস, খাদ্যে ভেজাল রোধ ও বিভিন্ন ধরণের কেমিক্যাল ব্যবহার রোধকল্পে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। ভোক্তা সাধারণ ও জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা বাজার কর্মকর্তাগণ মোটিভেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বাজার ভিত্তিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন সংস্থা হতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হলে ট্যাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসেবে জেলা বাজার কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় প্রশাসন ও অন্যান্য সংস্থার সহাযোগিতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৭১৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছেন।

৪.২.৯. পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিকল্প খাদ্য প্রস্তুত ও প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে মেলায় অংশ গ্রহণঃ

জনগণের পুষ্টি নিশ্চিত এবং বিকল্প খাদ্য হিসাবে আলুর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ঢাকাসহ জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল মেলায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আলু দ্বারা বিভিন্ন ধরণের খাদ্য প্রস্তুত করতঃ মেলায় প্রদর্শন, ব্যবহার ও পুষ্টি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে থাকে। তাছাড়া গৃহপর্যায়ে ফল-মূল ও শাক-সব্জী ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের আচার, জ্যাম, জেলী প্রস্তুত করে এর ব্যবহার ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতন করে থাকে। এ সকল কাজ করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষক/ব্যবসায়ীদের প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শনের অংশ হিসাবে মোটিভেশনাল ট্যুরে নিয়ে যাওয়া হয়। উল্লেখ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও জেলা অফিসের পক্ষ হতে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত ৭০ টি জাতীয় ও আঞ্চলিক মেলায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বিপণন সেবা, বিপণন প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য, আলু ও ভুট্টার তৈরী বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী প্রদর্শন করা হয়।

৪.৩ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা

৪.৩.১ ভূমিকাঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে কৃষি পণ্যের বাজার তথ্য, গবেষণা, মার্কেট রেগুলেশন ও বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম দ্বারা বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা ও ভোক্তাসেবা প্রণয়নের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি বিপণন ব্যবস্থা গতানুগতিক ধারা থেকে আধুনিক বানিজ্যিকিকরণ ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অধিদপ্তরের পরিকাল্পনা ও উন্নয়ন শাখার মাধ্যমে নানামূখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার ও বাজার অবকাঠামো স্থাপন, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দলগত বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরণসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন আংগিকে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে, যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৪.৩.২ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার নিয়মিত কার্যক্রমঃ

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা;
- বার্ষিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি;
- উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্ত ইত্যাদি বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ ও যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা;
- সম্ভাব্য রপ্তানী উদ্বৃত্ত নির্ধারণ এবং রপ্তানী নীতি নির্ধারণ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা; রপ্তানীকারকসহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে রপ্তানী বাণিজ্যের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা, সমস্যা চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা;
- রপ্তানী বিষয় সেক্টোরাল টাস্ক ফোর্স এর সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা;
- কৃষিজপণ্য অধিক উৎপাদন এলাকাসমূহ হতে ভোক্তার নিকট পৌছানোর জন্য চলাচলকে সংঘবদ্ধ করা এবং ঢাকা মহানগরীতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা;
- উদ্বৃত্ত উৎপাদন এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় কৃষি পণ্য চলাচলের সুবিধার্থে পরিবহন সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন কৃষিজপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামোর তদারকি ও ব্যবস্থাপনা করা।

৪.৩.৩ মাসিক এডিপি সভা আয়োজন

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার মাধ্যমে অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে মাসিক এডিপি সভা আয়োজন করা। উক্ত মাসিক এডিপি সভায় প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা, বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও কর্মসূচী পরিচালকগণ অংশ গ্রহণ করে থাকেন। সভায় প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ১২টি এডিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত ১২টি এডিপি সভায় মোট ১৭০টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গৃহীত ১৭০টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৬৫টি বাস্তবায়ন করা হয়। অবশিষ্ট ০৫ টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন চলমান আছে।

৪.৩.৪ অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীঃ

অধিদপ্তরের আওতায় বর্ণিত অর্থ বছরে ০৩ টি প্রকল্প ও ০১ টি কর্মসূচী চলমান ছিল তন্মধ্যে ০১ টি প্রকল্প ও ০১ টি কর্মসূচী সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া অর্থ বছরের শেষ প্রান্তে এসে ০১ টি নুতন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং পাইপলাইনভূক্ত ০২ টি প্রকল্প ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপি'র সবুজ পাতায় অর্ন্তভূক্ত হয়েছে ও পাইপ লাইনভূক্ত ০২ টি কর্মসূচী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪.৩.৪.১ চলমান প্রকল্প/কর্মসূচীঃ

৪.৩.৪.১.১ পিরোজপুর-গোপালগন্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ)।

- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) (লীড এজেন্সি)
  খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
  গ)বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
  ঘ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রী)
  ঙ) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)
  চ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
- বাস্তবায়নকাল : ১ জুলাই,২০১২ হতে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত।
- প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট : ১,০০৯.০০ লক্ষ টাকা
  স্থানীয় মুদ্রা : ১,০০৯.০০ লক্ষ টাকা
- অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) : মোট : ১,০০৯.০০ লক্ষ টাকা
  জিওবি : ১,০০৯.০০ লক্ষ টাকা

- প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : (ক) সংগ্রহোত্তর অপচয় এবং বিপণন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি।

  (খ) সংগঠিত ব্যবস্থায় সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের বিপরীতে কৃষকদের ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে কম মূল্যে আপদকালীন বিক্রয় (Distress sale) থেকে সুরক্ষা প্রদান।

  (গ) প্রকল্প এলাকার কৃষকদেরকে টার্মিনাল ও রপ্তানী বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং কৃষি বিপণন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

  (ঘ) সুবিধাভোগীদের মাঝে গনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মোটিভেশনাল ও প্রমোশনাল কর্মকান্ডের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক নির্ধারিত কৃষিপণ্যের বাজারকে উন্নয়ন করা।

  ঙ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

  চ) প্রকল্প এলাকার কৃষক ও সুবিধাভোগীদের পুষ্টিমানের উন্নয়ন।

- প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : **(ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ** উদ্যোক্তা উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থাপনা, বাজার উন্নয়ন ও টিওটি বিষয়ে ৫,০০০ জনকে প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে।

  (খ) এসেম্বল সেন্টার নির্মানঃ নির্ধারিত ৩টি জেলার ফলমূল ও শাক-সজির কেন্দ্রীভূত আমদানী স্থানে পাইলট ভিত্তিতে ৬টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণের সংস্থান আছে।

  (গ) বিপণন সহায়তা প্রদানঃ ঋণ সুবিধা প্রদান এবং সরকারী বেসরকারী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কৃষিপণ্যের ব্যবসায় সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

  (ঘ) কৃষিপণ্যের সংরক্ষণঃ বীজ, খাদ্যশস্য, ফলমূল এবং শাকসব্জীর সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

  (চ) সংযোগ স্থাপনঃ কৃষকের সাথে ভোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের কার্যকর ব্যবস্থা করা।

  (ছ) সার্ভেঃ প্রকল্প এলাকার কার্যক্রমের বিষয়ে একটি বেইজ লাইন সার্ভে পরিচালনা করা।

  (জ) মোটিভেশনাল কার্যক্রমঃ বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাপক ভিত্তিক মোটিভেশনাল ও প্রমোশনাল কার্যক্রম গ্রহণ করা।

  (ঝ) এলজিইডি গুদাম সংস্কারঃ ০৩ টি নতুন এলজিইডি গুদাম সংস্কারের মাধ্যমে শগঋক মডেল সম্প্রসারণ করা।

- প্রকল্প এলাকা : ১) পিরোজপুর ২) গোপালগঞ্জ ও ৩) বাগেরহাট জেলার ২১টি উপজেলা।

৪.৩.৪.১.২ মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ)।

- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) (লীড এজেন্সি)
  খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
  গ)বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
  ঘ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রী)
  ঙ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
- বাস্তবায়নকাল : ১ জুলাই,২০১১ হতে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত।
- প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট ঃ ৮৪৯.০০ লক্ষ টাকা
  স্থানীয় মুদ্রা ঃ ৮৪৯.০০ লক্ষ টাকা
- অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) : মোট ঃ ৮৪৯.০০ লক্ষ টাকা
  জিওবি ঃ ৮৪৯.০০ লক্ষ টাকা
- প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : (ক) সংগ্রহোত্তর অপচয় এবং বিপণন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি।
  (খ) সংগঠিত ব্যবস্থায় সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের বিপরীতে কৃষকদের ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে কম মূল্যে আপদকালীন বিক্রয় (Distress sale) থেকে সুরক্ষা প্রদান।
  (গ) সুবিধাভোগীদের মাঝে গনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মোটিভেশনাল ও প্রমোশনাল কর্মকান্ডের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক নির্ধারিত কৃষিপণ্যের বাজারকে উন্নয়ন করা।
  (ঘ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : **(ক) প্রশিক্ষণঃ** উচ্চমূল্য সংযোজন, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর/কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা, ব্যাংক ঋণ সুবিধা বিষয়ক (শগঋক মডেল), কৃষি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থাপনা ও টিওটি বিষয়ে ৪,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
  (খ) এসেম্বল সেন্টার নির্মানঃ প্রকল্পভূক্ত এলাকার শাক-সজির কেন্দ্রীভূত আমদানী স্থানে পাইলট ভিত্তিতে ৮টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা।

(গ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মানঃ চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১টি অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা।

(ঘ) কৃষিপণ্যের সংরক্ষণঃ বীজ, খাদ্যশস্য, ফলমূল এবং শাকসব্জীর সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

(ঙ) সার্ভেঃ প্রকল্প এলাকার কার্যক্রমের বিষয়ে একটি বেইজ লাইন সার্ভে পরিচালনা করা।

(চ) মোটিভেশনাল কার্যক্রমঃ বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাপক ভিত্তিক মোটিভেশনাল ও প্রমোশনাল কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(ছ) এলজিইডি গুদাম সংস্কারঃ ০৩ টি নতুন ও ০২ টি পুরাতন এলজিইডি গুদাম সংস্কারের মাধ্যমে শগঋক মডেল সম্প্রসারন করা।

- প্রকল্প এলাকা : ১) কুষ্টিয়া ২) চুয়াডাঙ্গা ৩) মেহেরপুর ও ৪) ঝিনাইদহ জেলার ২০টি উপজেলা।

৪.৩.৪.২ অনুমোদিত নুতন প্রকল্প/কর্মসূচীঃ

৪.৩.৪.২.১ সিলেট অঞ্চলের শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ)

- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) (লীড এজেন্সি)
  গ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
  ঙ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
- বাস্তবায়নকাল : মার্চ, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত।
- প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট : ১,৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা
  স্থানীয় মুদ্রা : ১,৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা
- অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) : মোট : ১,৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা
  জিওবি : ১,৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা
- প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : (ক) বাজার তথ্য এবং অন্যান্য সেবার মাধ্যমে বিপণন ব্যয় হ্রাস এবং কৃষির লাভজনকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানীকারকদের মাঝে কাংখিত সংযোগ স্থাপন করা।
  (খ) সংগ্রহোত্তর ফসলের অপচয় কমানো এবং পুষ্টিমান নিশ্চিতকরনের জন্য গৃহস্থালি পর্যায়ে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
  (গ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
  (ঘ) প্রকল্প এলাকার কৃষক ও সুবিধাভোগীদের পুষ্টিমানের উন্নয়ন।

- প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : **(ক) প্রশিক্ষণঃ** বিপণন এবং কর্তনোত্তর প্রযুক্তি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে ৭,৯০০ কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং ৩৫০ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

  (খ) কৃষক দল গঠনঃ বাজার ও কৃষকদের চাহিদার আলোকে ১৫০টি কৃষক দল গঠন করা হবে।

  (খ) প্রদর্শণীঃ গৃহস্থালী পর্যায়ে কৃষকদেরকে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণে ৩০টি খাদ্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

  (গ) সেমিনার ও ওয়ার্কসপঃ ২০টি ওয়াকসর্প/ফোকাস সেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে ২টি সেমিনারের আয়োজন করা হবে।

  (ঘ) প্রচার ও প্রচারনাঃ আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্পর্কে কৃষকদের মাঝে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন মাধ্যমে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হবে এবং এতদবিষয়ক প্রকাশনা বের করা হবে।

  (ঙ) এসেম্বল সেন্টার ও অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণঃ সিলেট বিভাগের ৪টি জেলায় ৪টি এসেম্বল সেন্টার ও সিলেট এর বিভাগীয় শহরে ০১ টি অফিস কাম ট্রেনিং এ্যান্ড প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হবে।

  (চ) সার্ভেঃ প্রকল্প এলাকায় বিপণন, সরবরাহ, চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ে ০২ টি সার্ভে ও গবেষণা পরিচালনা করা হবে।

- প্রকল্প এলাকা : ১) সিলেট ২) মৌলভীবাজার ৩) সুনামগঞ্জ ও ৪) হবিগঞ্জ জেলার ৩০টি উপজেলা

৪.৩.৪.৩ সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচীঃ

৪.৩.৪.৩.১ সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ)

- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) (লীড এজেন্সি)
  খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
  গ)বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
  ঘ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
- বাস্তবায়নকাল ১ জুলাই,২০১০ হতে ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত।
- প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট : ২,৭৪০.০০ লক্ষ টাকা

  স্থানীয় মুদ্রা : ২,৭৪০.০০ লক্ষ টাকা
- অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) : মোট : ২,৭৪০.০০ লক্ষ টাকা

  জিওবি : ২,৭৪০.০০ লক্ষ টাকা

- প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : (ক) শাক-সবজি ফলমূলের সংগ্রহোত্তর অপচয় কমানের লক্ষ্যে গৃহ পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বিপণন ব্যয় হ্রাস এবং কৃষি বিপণন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি।
  (খ) সুবিধাভোগীদের মাঝে গনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মোটিভেশনাল ও প্রমোশনাল কর্মকান্ডের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক নির্ধারিত কৃষিপণ্যের বাজারকে উন্নয়ন করা।
  (গ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
  (ঘ) প্রকল্প এলাকার কৃষক ও সুবিধাভোগীদের পুষ্টিমানের উন্নয়ন।
- প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (ক) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সমন্বয়ে ১২টি জেলায় মোট ১৩,৭২০ কৃষকের সমন্বয়ে মোট ৬৮৬টি স্বপ্রণোদিত কৃষক বিপণন দল গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
  (খ) গঠিত দলসমূহকে বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
  (গ) নরসিংদী, কুমিল্লা, খুলনা ও রংপুরে ৪টি অফিস কাম-প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ;
  (ঘ) উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারকদের মধ্যে বাজার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সংযোগ স্থাপন;
  (ঙ) প্রকল্প এলাকার উদ্যান ফসলের বাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ পূর্বক তা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা;
  (চ) কর্তনোত্তর ক্ষতি কমানোর উদ্দেশ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;
  (ছ) অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৯৭ জন কর্মকর্তাকে টিওটি প্রশিক্ষণ এবং ৫৭ জনকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
  (জ) প্রকল্প সময়ে ১২টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ ও ২টি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও একটি বেইজলাইন সার্ভে পরিচালনা করা হয়।
- প্রকল্প এলাকা : ১) ঢাকা (সাভার) ২)ফরিদপুর ৩) নরসিংদী ৪)কুমিল্লা ৫) রাঙ্গামাটি ৬) বান্দরবন ৭) রংপুর ৮) পাবনা ৯) খুলনা ১০) ঝিনাইদহ ১১) সিলেট ১২) বরিশালসহ সর্ব মোট ১২ জেলা।

৪.৩.৪.৩.২ ফার্মার'স মার্কেটিং গ্রুপ (এফএমজি) শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নির্মিত মার্কেটসমূহে বিপণন সেবা জোরদারকরণ কর্মসূচী।

- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
- বাস্তবায়নকাল : ০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫।

- প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট : ২৮০.০০ লক্ষ টাকা

  স্থানীয় মুদ্রা :২৮০.০০ লক্ষ টাকা

- অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) : মোট : ২৮০.০০ লক্ষ টাকা

  জিওবি ঃ ২৮০.০০ লক্ষ টাকা

- কর্মসূচী'র প্রধান উদ্দেশ্য : (ক) বাজার, উৎপাদক, ফার্মার'স মার্কেটিং গ্রুপের সদস্য, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র, মাঝারী চাষীদের উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

  (খ) ফড়িয়া শ্রেণীর বাজারকারবারী অথবা আগ্রহী এফএমজি'র সদস্যগণকে হায়ার পারচেজে/ মাসিক কিস্তিতে ভ্যানগাড়ী সরবরাহ করার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ফার্মার'স মার্কেটিং গ্রুপের সদস্যগণের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সুবিধা নিশ্চিত করা।

  (গ) সমাপ্ত নর্থ ওয়েষ্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রকল্প (এনসিডিপি) কর্তৃক নির্মিত ৭৫টি মার্কেট পুরোপুরি চালুকরণ ও মার্কেট কেন্দ্রিক ফার্মার'স মার্কেটিং গ্রুপ (এফএমজি) পূণর্গঠন/গঠনের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

  (ঘ) ভাত ও গমের পাশাপাশি ফার্মার'স মার্কেটিং গ্রুপের সদস্যগণের উৎপাদিত পণ্য যেমন- আলু, সয়াবিন ও কন্দাল জাতীয় খাদ্যশস্যের নানাবিধ ব্যবহার ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রদর্শনী ষ্টলের আয়োজন করা।

  (ঙ) ফার্মার'স মার্কেটিং গ্রুপ (এফএমজি)কে বিপনন কলাকৌশল ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানেরমাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা।

  (চ) পণ্যের সুষ্ঠু বিপনন ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের জন্য বাজারদর তথ্য, পরিবহন, সংরক্ষণ, লিংকেজ স্থাপন ও অবকাঠামোসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- কর্মসূচী'র আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর ঃ **১।** সমাপ্ত নর্থ ওয়েষ্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রকল্প (এনসিডিপি) কর্তৃক নির্মিত ৭৫টি মার্কেট পুরোপুরি চালুকরণ ও মার্কেট কেন্দ্রিক ফার্মার'স মার্কেটিং গ্রুপ (এফএমজি) পূণর্গঠন/গঠনের মাধ্যমে তাদের

সংক্ষিপ্ত বিবরণ		উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্তমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৩০০টি ফার্মার'স মার্কেটিং গ্রুপ গঠন করা হয়। **২।** ফড়িয়া শ্রেণীর বাজারকারবারী অথবা আগ্রহী এফএমজি'র সদস্যগণকে হায়ার পারচের্জে/ মাসিক কিস্তিতে ১৫০টি ভ্যানগাড়ী সরবরাহ করার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ফার্মার'স মার্কেটিং গ্রুপের সদস্যগণের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সুবিধা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। **৩।** ভাত ও গমের পাশাপাশি ফার্মার'স মার্কেটিং গ্রুপের সদস্যগণের উৎপাদিত পণ্য যেমন- আলু, সয়াবিন ও কন্দাল জাতীয় খাদ্যশস্যের নানাবিধ ব্যবহার ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৬৪টি মেলায় খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। **৪।** ফার্মার'স মার্কেটিং গ্রুপ (এফএমজি)কে বিপনন কলাকৌশল ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার নিমিত্ত ১৬টি জেলায় বিভিন্ন এনসিডিপির মার্কেটে value addition বিষয়ে ১৭২টি, উচ্চমূল্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৪৪টি এবং বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২৭টি সহ মোট ২৪৩টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। **৬।** পণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য বাজারদর তথ্য, পরিবহন, সংরক্ষণ, লিংকেজ স্থাপন ও অবকাঠামোসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
• কর্মসূচী এলাকা	ঃ	রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলা (রাজশাহী, পাবনা, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়)।

৪.৩.৪.৪. ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপি'র সবুজপাতাভূক্ত প্রকল্পঃ

৪.৩.৪.৪.১ কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজার সংযোগ ও মূল্য সংযোজন সহায়ক প্রকল্প।

• বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)	
• বাস্তবায়নকাল		১ জুলাই,২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত।	
• প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	: ৫,৬০০.০০ লক্ষ টাকা
		স্থানীয় মুদ্রা	: ৫,৬০০.০০ লক্ষ টাকা
• অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	: ৫,৬০০.০০ লক্ষ টাকা
		জিওবি	: ৫,৬০০.০০ লক্ষ টাকা

- প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম ও মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

  ১) কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন পদ্ধতি বিস্তারের মাধ্যমে গ্রামীণ ও মফস্বল শহর এলাকার দারিদ্র বিমোচন।

  ২) অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনের পদ্ধতি বিস্তারের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি।

  ৩) কৃষিপণ্যের ব্যবসাবান্ধব প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন কৌশল প্রচার ।

  ৪) কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ উন্নয়নে উদ্যোক্তাগণকে সহায়তা প্রদান।

  ৫) প্রকল্পের আওতায় গঠিত কৃষক ও বিপণন দলসমূহের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সরবরাহ চেইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

  ৬) খামারে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার উন্নয়নের জন্য কৃষিপণ্যের অগ্রপশ্চাদমুখী কার্যকর বিপণন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

- প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ক) বিপণন কর্মে নিয়োজিত কৃষক ও জনসাধাণের আয় বৃদ্ধি।

  খ) প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জীবনমান ও আর্থসামাজিক অবস্থায় মানসম্মত উন্নয়ন।

  গ) মূল্য সংযোজন শৃংখল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর দক্ষতা বৃদ্ধি।

- প্রকল্প এলাকা : ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও চট্রগাম বিভাগের ৬টি জেলা, যথাক্রমে টাঙ্গাইল, যশোর, রাজশাহী, বান্দরবন, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সমূহ।

৪.৩.৩.৪.২ স্ট্রেংদেনিং এন্ড এক্সপানশন অব শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম প্রজেক্ট।

- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
- বাস্তবায়নকাল ১ জুলাই,২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত।
- প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট : ২৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা

  স্থানীয় মুদ্রা : ২৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা
- অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) : মোট : ২৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা

জিওবি : ২৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা

- প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য গুদামজাতকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকরণ ও সংরক্ষণকৃত শস্যের বিপরীতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা ও বিপণন সহায়তা প্রদান।

- প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ১। নতুন নতুন এলাকায় শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

  ২। শস্য সংরক্ষণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন তফসিল ভূক্ত ব্যাংক সমূহের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদান।

  ৩। সামগ্রিকভাবে কৃষকদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

  ৪। আপদকালীন সময়ে পণ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা।

- প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

৪.৩.৪.৫ প্রক্রিয়াধীন কর্মসূচীঃ

৪.৩.৩.৫.১ বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আলু চাষীদের সহায়তা প্রদান কর্মসূচী।

- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
- বাস্তবায়নকাল ১ জুলাই,২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত।
- প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট : ১৮৫.০০ লক্ষ টাকা

  স্থানীয় মুদ্রা : ১৮৫.০০ লক্ষ টাকা
- অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) : মোট : ১৮৫.০০ লক্ষ টাকা

  জিওবি : ১৮৫.০০ লক্ষ টাকা
- কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য : ১। বসতবাড়ীতে আলু সংরক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও মডেল হিসেবে স্বল্প মূল্যে বাঁশ-টিন, ছন, কাঠ দ্বারা আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে দেশীয় প্রযুক্তিতে আলু সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রদর্শণ করা;

  ২। সঠিক সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার দ্বারা অপচয় হ্রাস করার মাধ্যমে আলুচাষীদের অধিক আয় নিশ্চিত করা;

  ৩। কর্মসূচীর আওতাভূক্ত প্রতিটি উপজেলার ২টি কৃষক বিপণন দল

গঠনপূর্বক তাদেরকে আধুনিক বিপণন কলাকৌশল যথা সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, রপ্তানীমূখী বাজার পরিচিতি, প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধি, অধিক বাজার চাহিদাসম্পন্ন জাতের আবাদ, বাজার তথ্যের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে নিবিড় ও বাস্তব সম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;

৪। ভ্যালুচেইন-সাপ্লাইচেইন এর ধারণার প্রয়োগসহ আলু চাষীদের কৃষি ব্যবসায় আগ্রহী করে গড়ে তোলা।

৫। ভাত ও গমের পাশাপাশি আলুর নানাবিধ ব্যবহার ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং আলু হতে রকমারী খাবার তৈরীর রন্ধন-প্রণালী সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আলুর বৈচিত্র্যময় খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করা ;

৬। আলুর সংরক্ষণকাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মাঠে এরুপ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য কৃষক বিপণন দলসমূহকে ত্রিপল সরবরাহ করা এবং

৭। বোম্বে সুইটস, প্রাণ, স্কয়ারসহ অন্যান্য আলু প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানসমুহে মোটিভেশনাল ট্যুর-এর মাধ্যমে আলু চাষীদের বাণিজ্যিক জাতের আলুর আবাদে উদ্বুদ্ধ করা ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে সম্ভাব্য সংযোগ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ।

- কর্মসূচীর আওতায় গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (ক) কর্মসূচীর আওতাভুক্ত নির্বাচিত উপজেলার প্রতিটিতে নির্ধারিত কৃষক দলের সদস্যের বসত বাড়ীর ছায়াযুক্ত স্থানে ০১টি করে (২৫x১৫ ফুট সাইজের) অহিমায়িত ঘর (বাঁশ, ছন, কাঠ ও টিন ইত্যাদি দ্বারা তৈরী, ৩৫-৪০ টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন) স্থানে মডেল হিসেবে নির্মাণ করা।

(খ) কর্মসূচী এলাকার ১১ টি জেলার ৪০ টি উপজেলার প্রতিটিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী আলু চাষীদের সমন্বয়ে ০২ টি করে ৮০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা।

(গ) কৃষক বিপণন দলের সাথে রপ্তানীকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের লিংকেজ স্থাপন করা।

(ঘ) আলুর নানাবিধ ব্যবহার ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বিশেষ দিনগুলোতে (মহান বিজয় দিবস, শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস) কৃষি মেলা ও বৈশাখী মেলাসহ অধিক জনসমাগম হয় এমন স্থানে ৭২টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

(ঙ) বোম্বে সুইটস, প্রাণ, স্কয়ারসহ অন্যান্য আলুপ্রক্রিয়াজাতকারী

প্রতিষ্ঠানসমুহে মোটিভেশনাল ট্যুর-এর মাধ্যমে আলু চাষীদের বাণিজ্যিক জাতের আলুর আবাদে উদ্বুদ্ধ করা ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে সম্ভাব্য সংযোগ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(চ) অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২৫ জনের ০২টি গ্রুপকে টিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

- কর্মসূচী এলাকা : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১১টি জেলা (মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুর হাট, নওগাঁ, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুর)।

৪.৩.৩.৫.২ বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহণ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফুল বিপণন সহায়তা প্রদান কর্মসূচী।

- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
- বাস্তবায়নকাল ১ জুলাই,২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত।
- প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট : ৭১১.৩০ লক্ষ টাকা

  স্থানীয় মুদ্রা : ৭১১.৩০ লক্ষ টাকা
- অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) : মোট : ৭১১.৩০ লক্ষ টাকা

  জিওবি : ৭১১.৩০ লক্ষ টাকা
- কর্মসূচীল প্রধান উদ্দেশ্য : **১।** মার্কেট কেন্দ্রিক ফার্মার'স মার্কেটিং গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত ফুলের উপযুক্তমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা;

  ২। ফুল বিপণনের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় মধ্যসত্বভোগীর স্তর কমানো;

  ৩। যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালী ফুলের পাইকারী বাজারে আধুনিক সুযোগ সৃষ্টি করা;

  ৪। ফুলের ক্রয়-বিক্রয়ের উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করা;

  ৫। ফুল বিপণনের বিভিন্ন মূল্য সংযোজনমূলক কার্যাবলী, গ্রেডিং, বাছাইকরণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ, প্যাকিং ও সাময়িক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করণের মাধ্যমে ফুল রপ্তানী সম্প্রসারণ করা;

  ৬। যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালী ফুলের পাইকারী বাজার এবং ঝিনাইদহ জেলার গান্না বাজার এসেম্বল সেন্টার কেন্দ্রিক গ্লাডিওলাস ও রজনীগন্ধা ফুলের বীজ (কর্ম/কর্মমেল) সংরক্ষণের জন্য কুলচেম্বার/ কোল্ড স্টোর স্থাপনের মাধ্যমে বীজের মান ও প্রাপ্যতা

নিশ্চিতকরণ;

৭। বিভিন্ন বিপণন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা;

৮। ভ্যালুচেইন, সাপ্লাইচেইন এর ধারনার প্রয়োগ সহ সংশ্লিষ্টদের কৃষি ব্যবসায়ে আগ্রহী করে তোলা ;

- কর্মসূচীর আওতায় গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ : **(ক)** আধুনিক বাজার অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট উপকার ভোগীদের সম্পৃক্ত করণের লক্ষ্যে যশোর জেলায় ফুল বাজার কেন্দ্রিক ০১ টি এবং মানিকগঞ্জ জেলায় ০১ টি সহ মোট ০২টি এসেম্বল সেন্টার র্নিমাণ করা । এছাড়াও ফুল বিপণনের সুবিধার্থে ঢাকায় একটি স্থায়ী বাজার অবকাঠামো (প্রাইমারী প্রসেসিং ও রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরন সুবিধা সহ) তৈরী করা।

  (খ) কর্মসূচী এলাকার ফুল ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় পরিবহন এবং রপ্তানীর উদ্দেশ্যে পরিবহনের জন্য কুলভ্যান (Refer Truck) ও সাধারণ খোলা ট্রাক এর ব্যবস্থাকরণ।

  (গ) যশোর জেলার গদখালী বাজারে ২০০ মে: টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি কুল চেম্বার/মিনি কোল্ড স্টোর এবং ঝিনাইদহ জেলায় ১০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি কুল চেম্বার র্নিমাণ করা ।

  (ঘ) প্রতি উপজেলায় ০৫টি করে সর্বমোট ১০০ টি কৃষকদল (প্রতি দলে ৩০ জন করে) গঠন করা হবে।

  (ঙ) গ্রুপের সদস্যগণের জন্য ২০ টি মোটিভেশনালট্যুর এর ব্যবস্থা করা।

  (চ) ১০০টি গ্রুপ এর ৩,০০০ সদস্যদের উৎপাদিত ফুলের গ্রেডিং ও ক্লিনিং, প্যাকেজিং, হ্যান্ডেলিং, স্টোরিং, বাজারতথ্য সংগ্রহ, ফুল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, মার্কেট লিংকেজ, পরিবহণ ও বিপণন কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

- কর্মসূচী এলাকা : ঢাকা ও খুলনা বিভাগের ০৬টি জেলা (ঢাকা, মানিকগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষিরা, চুয়াডাংগা) এর নির্ধারিত উপজেলাসমূহ।

৪.৩.৩.৬ APSU কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্পসমূহঃ

ক্রঃ নং	প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য মেয়াদ	অগ্রাধিকার
(ক)	কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুনগতমান নিয়ন্ত্রন, মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি ও রপ্তানি সম্প্রসারণ সহায়ক সেবা জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ - জুন/২০২০।	উচ্চ অগ্রাধিকার
(খ)	স্ট্রেংদেনিং এন্ড এক্সপানশন অব শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম প্রজেক্ট	জুলাই/২০১৫ - জুন/ ২০২০।	উচ্চ অগ্রাধিকার
(গ)	কৃষি পণ্যের গুনগতমান নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানি সম্প্রসারণ সহায়ক সেবা জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ – জুন/ ২০২০।	উচ্চ অগ্রাধিকার
(ঘ)	বাজার ও আর্থিক বিষয়ে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ – জুন/ ২০১৮।	মধ্যম অগ্রাধিকার
(ঙ)	গবেষণা ও কৃষি পণ্যের বাজার তথ্য বিশ্লেষণে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ – জুন/ ২০২১।	নিম্ন অগ্রাধিকার
(চ)	কৃষি বাজার তথ্য ও সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৪ – ডিসেম্বর/২০১৭।	নিম্ন অগ্রাধিকার
(ছ)	কৃষি পণ্যের বিপণন সেবা সম্প্রসারণ, গুনগতমান নিশ্চিতকরণ ও ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ – জুন/ ২০২০।	নিম্ন অগ্রাধিকার
(জ)	পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহের পরিবেশ বান্ধব ফসল চাষাবাদের সমন্বিত প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ – জুন/ ২০২০।	নিম্ন অগ্রাধিকার
(ঝ)	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও আধুনিকায়ন।	জুলাই/২০১৫ – জুন/ ২০২০।	নিম্ন অগ্রাধিকার
(ঞ)	বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৪ – জুন/ ২০১৯।	নিম্ন অগ্রাধিকার
(ট)	মাগুড়া- যশোর-নড়াইল-খুলনা ও সাতক্ষীরা সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৪ – জুন/ ২০১৯।	নিম্ন অগ্রাধিকার

৪.৪ প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা

৪.৪.১ প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখার কার্যাবলীঃ

- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়;

- অধিদপ্তরের বিভাগীয় এবং জেলা অফিসসমূহের সাথে বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন করা হয়;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরের সাথে বিভাগীয় কার্যাদির সমন্বয় সাধন করা হয়;
- প্রতি মাসের ০২ (দুই) তারিখের মধ্যে অধিদপ্তরের মাসিক কার্যাবলী সম্পর্কে নির্ধারিত 'ছক'-এ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়;
- দেশের সকল জেলা মার্কেটিং অফিস হতে প্রাপ্ত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;
- জেলা পর্যায়ের অফিস কর্তৃক সম্পাদিত বিশেষ কার্যক্রমের রিপোর্ট সংগ্রহ ও পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারী-বেসরকারী সংস্থার সাথে দাপ্তরিক কাজের সমন্বয় সাধন করা হয়;
- প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা হতে প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কসপের আয়োজন করা হয়;
- প্রধান কার্যালয়ে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়;

৪.৪.২ সমন্বয় সভার আয়োজনঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও বিভাগীয় উপ-পরিচালকদের সমন্বয়ে প্রত্যেক মাসে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মোট ১২টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত ১২টি সমন্বয় সভায় মোট ২১৯টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গৃহীত ২১৯টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ২০৬টি বাস্তবায়ন করা হয়। অবশিষ্ট ১৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে।

৪.৪.৩ বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সমন্বয় শাখা হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছেঃ

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কিত ১২ মাসে ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমুহের ১২টি অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ১০টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কর্মকান্ডের ০১টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- ক্রোড়পত্র হিসেবে প্রকাশের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০০৯ থেকে ২০১৩ সময়ে ০৫ বছরে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য এবং ২০১৪ সালে অর্জিত সাফল্যসমূহের প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের কর্ম কান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন বই আকারে প্রকাশের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় মোট ১৯৮ টি পত্র প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.৪ মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

৪.৪.৪.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণঃ

আধুনিক সেবা প্রদানের পূর্ব শর্ত হলো দক্ষ মানব সম্পদ। সে লক্ষ্যে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষিত করে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার জন্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাজার তথ্য সরবরাহে কম্পিউটার দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রয়োগ, ইতোপূর্বের প্রশিক্ষণলব্ধ ধারণার প্রায়োগিক বিষয় পূণঃমূল্যায়ন, নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯, সরকারী গোপন আইন, ১৯২৩, সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯,বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম, গণ কর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪, সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯, কার্য বিধিমালা, ১৯৯৬, বাংলাদেশ চাকরি (বিনোদন ভাতা) বিধিমালা, ১৯৭৯, অফিস সহায়কদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ভ্রমণ ভাতা, Office & Financial Management, Computer Hardware & Application Course-বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ এবং সদর দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত ২৬১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.৪.৪.২ বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচী, দাতা সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় চীন, জাপান, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ায় স্বল্প মেয়াদী ০৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ০৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

৪.৪.৫ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় নানাবিধ প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প এবং কর্মসূচী'র মাধ্যমে মোট ১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। যথাঃ

৪.৪.৫.১ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত শস্য বহুমূখীকরণ কর্মসূচী (সিডিপি)'র মাধ্যমে ১৯৯৯–২০০৪ সময়ে ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও যশোরে প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় ডাল–কলাই ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত সংশ্লিষ্ট কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, মিলার ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ৪ (চার)টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। সমাপ্ত শস্যবহুমূখীকরণ কর্মসূচী'র (সিডিপি) আওতায় নির্মিত প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৩,৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন। প্রত্যেক ভবনের ২য় তলায় একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। সেখানে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণ কক্ষের পাশে প্রসস্থ খোলা জায়গা ও ১টি ব্যালকনী আছ। প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক পাখা আছে। প্রশিক্ষণ কক্ষ ব্যবহারের জন্য মাইক্রোফোন ও প্রজেক্টর সিস্টেম আছে।

৪.৪.৫.২ অফিস-কাম-ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং সেন্টারঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) -এর আওতায় প্রকল্পের অধীনে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ১২ টি জেলার মোট ১৩,০০০ (তের হাজার) জন কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারীর সমন্বয়ে ৬৫০ (ছয়শত পঞ্চাশ)টি গ্রূপ গঠন পূর্বক উদ্যান ফসলের বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে নরসিংদী, কুমিল্লা, রংপুর ও খুলনা জেলায় মোট ০৪ (চার)টি অফিস-কাম-ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ কাজ ২০১৪–২০১৫ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ০৪ (চার)টি অফিস-কাম-ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং সেন্টারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে। চারতলা প্রত্যেকটি অফিস - কাম- ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং সেন্টারের প্রতিটি ফ্লোর ৩,৫০০ বর্গফুট আয়তনের। প্রত্যেকটি

ভবনের ১ম ফ্লোর প্রসেসিং এবং ডিসপ্লে সেন্টার, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ এবং ৪র্থ তলায় প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন-এর সংস্থান আছে। প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রায় ১০০-১১০ জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণ কক্ষে ০১টি ডায়াস আছে। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। পাশে একটি ওয়েটিং রুম, একটি ড্রাইনিং, একটি কিচেন, একটি ছোট সভাকক্ষ রয়েছে।

৪.৪.৫.৩ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

সমাপ্ত শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম (শগঋক)–এর আওতায় প্রকল্পের ডিডিপি অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় কৃষকের পণ্যের উপর্যুক্ত মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে শস্য সংরক্ষণ, রক্ষণা-বেক্ষণ, সংরক্ষণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ, ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং শস্যের রূপান্তরগত, স্থানগত, সময়মত ও পেশাগত উপযোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি বিষয়ে হাতে কলমে কারিগরী ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় ০১ (এক)টি এবং ১৯৯১-৯২ সালে মাগুড়া জেলার সদর উপজেলায় ০১ (এক)টিসহ মোট ০২ (দুই)টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় (বোদা) পঞ্চগড় ৫৩ শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত টিনশেড ভবন। এই ভবনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণ কক্ষে ২০-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী আবাসন সুবিধাসহ একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি ডরমেটরী আছে। ডরমিটরীতে প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা, বাথরুম ২টি, ষ্টোর রুম ১টি, কুক-কাম-কেয়ার টেকার রুম ১টি ও ১টি কিচেন ও ডাইনিং সুবিধা আছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গেষ্ট হাউজে ৩টি থাকার রুম, ২টি বাথরুম, ১টি ষ্টোর রুম, ১টি ডাইনিং ও কিচেন রয়েছে। সেখানে ৮-১০ জন থাকার ব্যবস্থা আছে। টি ভি ফ্রিজসহ পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা আছে। মাগুরা আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০ শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতল ভবন। এই ভবনটি আঞ্চলিক অফিস-কাম- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেখানে ১৪-১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী আবাসন সুবিধাসহ প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ভবনের ২য় তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, প্রশিক্ষকদের বসার কক্ষ, আঞ্চলিক অফিস ও ২টি টয়লেট অবস্থিত। এই ভবনের ২য় তলায় ২টি গেষ্ট রুম আছে। সেখান ৪জন থাকার ব্যবস্থা আছে এবং ২টি টয়লেট আছে। ভবনের নীচতলায় প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা, ১টি রান্নাঘর -কাম- ডাইনিং ও ৩টি টয়লেট আছে। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া টিভি, ফ্রিজসহ পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা আছে।

৪.৪.৫.৪ অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

চলমান মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যয় এবং সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাসকরণ-এর লক্ষ্যে প্রকল্পকালীন সময়ে ২০০টি স্বপ্রণোদিত কৃষক দলের সদস্যসহ ৪,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার নিমিত্ত চুয়াডাংগা জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র–কাম–অফিস ভবনটি ১৫ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতি ফ্লোর ২,৫০০ বর্গফুট আয়তনের তিন তলা ভবন। ভবনের নীচ তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় ডরমেটরী। প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রায় ১০০ (একশত) জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ০১টি ডায়াস আছে। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। পাশে একটি ওয়েটিং, একটি ড্রাইনিং, একটি কিচেন, একটি রেস্ট রুম এবং এটাস্ট টয়লেট রয়েছে।

৪.৪.৫.৫ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালাঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচীর মাধ্যমে নির্মিত উল্লিখিত ১১টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/অফিস-কাম-ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং সেন্টার/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-অফিস ভবন-এ প্রশিক্ষণ ও আবাসিক কক্ষ ব্যবহারের কোন নীতিমালা নেই। প্রশিক্ষণ ও আবাসিক কক্ষ ব্যবহারের জন্য সম্প্রতি কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন পূর্বক অনুমোদনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া নীতিমালাটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে তার আলোকে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/অফিস-কাম-ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং সেন্টার/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-অফিস ভবন-এর প্রশিক্ষণ ও আবাসিক কক্ষসমূহ পরিচালনা করা হবে।

৪.৫ বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখাঃ

৪.৫.১ বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখার কার্যাবলীঃ

- বাংলাদেশ কৃষি পণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত, ১৯৮৫) এর আওতায় মাঠ পর্যায় হতে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা করার উপযোগী বাজারের প্রস্তাব যাচাই-বাছাই পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও গেজেটে অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- বাংলাদেশ কৃষি পণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত, ১৯৮৫) এর আওতায় জেলা পর্যায় হতে প্রস্তাবিত মেয়াদ উত্তীর্ণ জেলা বাজার উপদেষ্টা কমিটির প্রস্তাব যাচাই-বাছাই পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও গেজেটে অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত, ১৯৮৫) এর আওতায় দেশের সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারের বাজারকারবারীদের জন্য তফসিলভূক্ত কৃষিপণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতি ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে মার্কেট চার্জ নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন ।

- জেলা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহে মার্কেট চার্জ বাস্তবায়নে মনিটরিং কার্যক্রম।
- বাংলাদেশ কৃষি পণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত, ১৯৮৫) এর আওতায় সময়ে সময়ে দেশের সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহে বাজারকারবারীগণকে প্রদত্ত লাইসেন্স এর হার নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
- কৃষিপণ্যের লাইসেন্স এর আওতায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নন-ট্র্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জেলা পর্যায়ে মনিটরিং, নিরীক্ষা ও উক্ত বিষয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ।
- বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত, ১৯৮৫) এর আওতায় দেশে বিদ্যামান প্রজ্ঞাপিত বাজারসমূহে মানসম্পন্ন পরিমাপ যন্ত্র ও ওজন পদ্ধতি নিশ্চিতকরণ এর লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন।
- বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪, (সংশোধিত, ১৯৮৫) এর আওতায় জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত কোন অভিযোগ মিমাংসায় প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান।
- জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।
- জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/কৃষিমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- জাতীয় সংসদে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশের জবাব (৭১ বিধি ও ৭৩ বিধিতে প্রদত্ত) সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সর্ম্পকিত গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির আলোচ্য সূচীর আলোকে প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- জেলা প্রশাসক সম্মেলনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- প্রস্তাবিত কৃষি বিপণন আইন, ২০১৪ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাবিত আইনের উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়সমূহের চাহিদা মোতাবেক লাইসেন্স ফরম, আবেদন ফরম, নোটিশ ফরম ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সরকারী মূদ্রণালয় হতে মূদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপিত বাজারসমূহের লাইসেন্সধারী বাজারকারবারীদের তালিকা হালনাগাদকরণে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।

- ঢাকা সেন্ট্রাল মার্কেটের কেন্দ্রীয় বাজার উপদেষ্টা কমিটির সভা আহবানসহ অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন।
- ঢাকা সেন্ট্রাল মার্কেটের কেন্দ্রীয় বাজার উপদেষ্টা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪.৫.২ বাজার নিয়ন্ত্রন আইনঃ

৪.৫.২.১ বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৬৪ (সংশোধিত, ১৯৮৫):

বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত, ১৯৮৫) এ অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহঃ

(১) সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, পরিসর ও প্রবর্তন

(২) সংজ্ঞা

(৩) প্রজ্ঞাপিত বাজার ঘোষণা এবং বাজারকারবারীদের লাইসেন্স প্রদান

(৪) লাইসেন্স

(৫) লাইসেন্স ফি

(৬) লাইসেন্সের আবেদন

(৭) পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রদর্শন

(৮) লাইসেন্স বাতিলকরণ

(৯) কৃষি বিপণন উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যাবলী বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য কমিটি গঠন

(১০) জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভার মেয়াদ ও শর্তাবলী

(১১) কমিটির কার্যাবলী

(১২) মার্কেট চার্জ

(১৩) বিরোধ নিষ্পত্তি

(১৪) ষ্ট্যান্ডার্ড বাটখারা বা পরিমাপক রক্ষণাবেক্ষন

(১৫) বাজারকারবারীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ

(১৬) অপরাধ, বিচার, দন্ড, জরিমানা ইত্যাদি

(১৭) বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

(১৮) তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা

(১৯) তফসিল।

৪.৫.২.২ প্রজ্ঞাপিত বাজার ঘোষণাঃ

“বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত, ১৯৮৫)" এর অধীনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সমগ্র বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৮০০ টি বাজারকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা করে বাজারসমূহের

পাইকারী ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, মজুদার, কমিশন এজেন্ট ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণির প্রায় ৫০ হাজারেরও অধিক কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীদের লাইসেন্সের আওতায় আনা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপিত বাজারের লাইসেন্সধারী বাজারকারবারী ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত বাজার অবকাঠামো ব্যবহারকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে কর বহির্ভূত রাজস্ব (নন ট্যাক্স রেভিনিউ) আয় আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়।

৪.৫.২.৩ লাইসেন্স ইস্যুঃ

"বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত, ১৯৮৫)" এর অধীনে প্রজ্ঞাপিত বাজারের বাজারকারবারীদের অনুকূলে লাইসেন্স ইস্যু করা হয়ে থাকে। গত ০৪ বছরের বিভাগ ওয়ারী প্রজ্ঞাপিত বাজারকারবারীদের অনুকূলে ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যা নিম্নরূপ:

টেবিল-১: বাজার কারবারীদের অনুকূলে ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যাঃ

বিভাগ	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
ঢাকা	১৩,০৩০	১২,৮৬৫	১৪,৪৭৩	১৫,৫৯৭
চট্টগ্রাম	১৩,৪২০	১৪,৭৭৫	১৫,৪৭৭	১৬,২১৯
রাজশাহী	৯,৭৬৩	১০,১৮৮	১০,৫৯৯	১০,৯৯৫
খুলনা	৮,৯৩৯	৯,৫২৯	১০,০২৫	১০,৪৬৭
মোট	৪৫,১৫২	৪৭,৩৫৭	৫০,৫৭৪	৫৩,২৭৮

৪.৫.২.৩ রাজস্ব আদায়ঃ

বিদ্যমান বাজার নিয়ন্ত্রন আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট বাজারকারবারীদের জন্য লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের জন্য নির্ধারিত হারে ফি প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর বাজারকারবারীদের জন্য ধার্যকৃত লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি সংক্রান্ত তথ্য এবং গত ০৪ বছরের বিভাগওয়ারী রাজস্ব আদায়ের হিসাব নিম্নরূপ:

টেবিল-২: কৃষিপণ্যর বাজারকারবারীদের শ্রেণী ভিত্তিক লাইসেন্স প্রদানঃ

শ্রেণী বিভাগ	লাইসেন্স ফি	লাইসেন্স নবায়ন ফি
ক) পাইকারী ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, মজুদদার	৫০০/-	৫০০/-
খ) কমিশন এজেন্ট, ব্রোকার (দালাল), কয়াল, গুদামজাতকারী	৪০০/-	৪০০/-
গ) ওজনদার, পরিমাপকারী, নমুনা সংগ্রহকারী, যাচনদার অথবা গ্রেডার	১০০/-	১০০/-

টেবিল-৩: রাজস্ব আদায়ের পরিমাণঃ

(লক্ষ টাকা)

বিভাগ	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
ঢাকা	২৩.১২	৩৮.৫৫	৪৭.১৪	৫৩.০৬
চট্টগ্রাম	২০.৩১	৩৫.৩০	৩৫.১১	৩৬.০৯
রাজশাহী	১৩.০৭	২০.৭০	২১.৬৬	২৩.৩২
খুলনা	১৩.০৯	২৩.৩০	২৩.৮২	২৫.৩৪
মোট	৬৯.৫৯	১১৭.৮৬	১২৭.৭৪	১৩৭.৮১

৪.৬ গবেষণা শাখা

৪.৬.১ গবেষণা শাখার নিয়মিত কার্যাবলীঃ

- গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ ও অর্থনৈতিক লাভ-লোকসান হিসাব নিরুপন করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যের মূল্য বিস্তৃতি, ভোক্তা পর্যায়ে বিপণন খরচ ও বিপণন মার্জিন নিরুপন করা;
- কৃষি পণ্যের মাসিক মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- মাসিক প্রাপ্ত সাপ্তাহিক বাজারদরের ভিত্তিতে গড় বাজারদর প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ, উদ্বৃত্ত, ঘাটতি পরিস্থিতি এবং বিপণন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- পণ্যের সরবরাহ, বিপণনজনিত সমস্যা চিহ্নিত ও উহার সমাধানকল্পে পরামর্শ প্রদান এ গবেষণাধর্মী কাজ।

৪.৬.২ গবেষণা শাখা ভিত্তিক বিশেষায়িত কার্যাবলী

৪.৬.২.১ গবেষণা শাখা -১ এর কার্যাবলীঃ

- আমন ও বোরো মৌসুমে ধান, চাল ও গমের সরকার কর্তৃক সংগ্রহ মূল্য নির্ধারনের লক্ষ্যে উৎপাদন খরচের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- নিয়মিতভাবে ধান, চাল, গম, আটা ও ভূট্টা ফসলের মাসিক পরিস্থিতির প্রতিবেদন তৈরী করা হয়;
- মাসিক ভিত্তিতে মোটা, মাঝারি,সরু চাল ও গমের পাইকারী ও খুচরা জাতীয় গড় বাজার দর International Food Research Institute (IFRI) তে প্রেরণ করা হয়;
- সারা দেশের সাপ্তাহান্তিক বাজারদর সংকলনের মাধ্যমে ধান, চাল, গম ও ভুট্টার জাতীয় গড় বাজার দর পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা;

- মাসিক ভিত্তিতে মোটা চাল ও গমের জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করে ই–মেইল এর মাধ্যমে অর্থাৎ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) -তে এ পাঠানো হয়;
- পাক্ষিক ভিত্তিতে মোটা চাল, লাল গম ও খোলা আটার জাতীয় গড় বাজার দরের প্রতিবেদন খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- সময় সময় কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে চাহিত তথ্য অনুসারে ধান, চাল ও গমের বাজারদর সরবরাহ ও আমদানী পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- বৃহত্তর ২০টি জেলার খাদ্য শস্যের বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজার দর প্রস্তুত করা হয়।

৪.৬.২.২ গবেষণা শাখা -২ এর কার্যাবলীঃ

- জাতীয় পর্যায়ে ডাল, কলাই, তেল ও মসলার মাসিক মূল্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়;
- ডাল, কলাই, তেল ও মসলার সাপ্তাহিক, মাসিক জাতীয় গড় বাজার দর হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন তৈরী করা হয়;
- বৃহত্তর ২০ টি জেলার ডাল, কলাই, তেল ও সমলার বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজার দর প্রস্তুত করা হয়;

৪.৬.২.৩ গবেষণা শাখা -৩ এর কার্যাবলীঃ

৪.৬.২.৩.১ বাজারদর ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়নঃ

- পাট, তামাক, তুলা জাতীয় অর্থকরী ফসলের ৬৪টি জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খুচরা ও পাইকারী বাজার দর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়;
- ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, দস্তা, জিপসাম, গোবর সহ জৈব ও অজৈব সারের ৬৪টি জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সাপ্তাহিক, পাইকারী ও খুচরা বাজারদর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়;
- ৬৪টি জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অপ্রধান কৃষি পণ্যের, যেমনঃ বাঁশ, নারিকেল, তেঁতুল, মধু, বনজ এবং জ্বালানীকাঠ প্রভৃতির মাসিক খুচরা বাজারদর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়;
- ৬৪টি জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভেষজ, যেমনঃ আমলকী, হরতকী, নিম পাতা, মেহেদী পাতা ইত্যাদি কৃষি পণ্যের মাসিক খুচরা বাজারদর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

৪.৬.২.৩.২ কৃষি পন্যের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণঃ

প্রতি বছর তামাক ফসলের কৃষক পর্যায় হতে তামাক কোম্পানী ও ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক তামাক ক্রয়কার্যে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তার জন্য ১৯৭৭ সনে গঠিত কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির সভা আহবানের মাধ্যমে প্রতি বছর তামাক ক্রয় বিক্রয় মৌসুমের পূর্বেই তামাক ফসলের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত

মূল্য তামাক ক্রয় কেন্দ্রসমূহে প্রদর্শণের পাশাপাশি লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে অবহিত করা হয়। এছাড়াও তামাকের উৎপাদন ও কিউরিং বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সমন্বিত নির্দেশনা উন্নয়নের নিমিত্ত একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে যার কার্যক্রম চলমান আছে।

তাছাড়া তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তুলা ফসলের মূল্য নির্ধারণী সভায় অত্র অধিদপ্তর তার যথাযথ ভূমিকা রেখে আসছে। ইতোমধ্যে কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির কার্যাবলীর আওতায় ভূট্টা ফসলকে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হযেছে।

৪.৬.২.৩.৩ শস্য পঞ্জিকা হালনাগাদকরণঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর উপর অর্পিত দায়িত্বানুযায়ী বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ, মূল্য বিস্তৃতি, বিপণন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা করে থাকে। উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রতি বছরই তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয় বিধায় অত্র শাখা হতে গুরুত্বপূর্ণ ৩০টি কৃষিপণ্যের শস্য পঞ্জিকা হালনাগাদকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.৬.২.৩.৪ গবেষণা ও নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমঃ

IFPRI পরিচালিত Food Security এবং Climate change readiness assessment সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ এবং বিশ্লেষণী কার্যে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন FPMU কর্তৃক খাদ্য নীতি ও Country Investment Plan (CIP) এর উপর পরিচালিত মনিটরিং কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত।

৪.৬.২.৪ গবেষণা শাখা -৪ এর কার্যাবলীঃ

- ৬৪ টি জেলা ও ৪ টি উপজেলা হতে প্রাণী ও মৎস্য সম্পদ এর তথ্য প্রতিনিয়ত সংগ্রহের মাধ্যমে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বাৎসরিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর, তুলনামূল্যক বিবরণ, হ্রাস-বৃদ্ধির পর্যালোচনা প্রতিবেদন, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বাজারদর প্রস্তুতকরণ এবং উৎপাদন জেলা চিহ্নিত করে পণ্যের উৎপাদন খরচ, বিপণন মূল্য বিস্তৃতি, ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর সহনীয় রাখার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।
- ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে মোরগ-মুরগী ও মাছের উৎপাদন খরচ, বিপণন মূল্য বিস্তৃতি সম্পর্কে অবগত/ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, উৎপাদক, আড়ৎদার, মোরগ-মুরগী ব্যবসায়ী, মাছ ব্যবসায়ী, ভোক্তা, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং, বাজারে মূল্য প্রদর্শন, মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন, Online বাজারদর প্রদর্শনে LED display বোর্ড স্থাপন, ওজনে কারচুপি/প্রতারণা থেকে রক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টির

লক্ষ্যে সভা আয়োজন করা হয়। সভায় বাজারগুলিতে বাজার কমিটি কর্তৃক তদারকী ও সমন্বয় অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা, যাতে ভোক্তা যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে পণ্য ক্রয় করতে পারেন এবং ব্যবসায়ী, আড়ৎদার ও বাজার কমিটি এবং কর্মকর্তাবৃন্দের আলোচনান্তে উৎপাদন খরচ ও বিপণন ব্যয় পর্যালোচনা করে পাইকারী পর্যায়ে ৩-৫% এবং খুচরা পর্যায়ে মূল্যের সাথে সর্বোচ্চ ১০% মুনাফা সংযোজন করে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৪.৬.২.৪ গবেষণা শাখা -৫ এর কার্যাবলীঃ

- মৌসুম ভিত্তিক শাক সবজির উৎপাদন খরচের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ;
- মাসিক ভিত্তিতে বিভিন্ন শাক সবজির পাইকারী ও খুচরা এবং বিভিন্ন ফলের পাইকারী জাতীয় গড় বাজার দর পরিস্থিতির পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা ;
- আলু উৎপাদন মৌসুমে হিমাগারে আলু সংরক্ষণের নিমিত্ত ঋণ প্রদানের সুবিধার্থে চলতি মূলধনের পরিমাণ নিরুপণের জন্য বর্তমান বাজারদর বিভিন্ন সংস্থা/ব্যাংকে সরবরাহ করা;
- পাবর্ত্য জেলায় (খাগড়াছড়ি, বান্দরবান , রাঙ্গামাটি) উৎপাদিত কমলা ও মাল্টার উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- শাক সবজি জাতীয় ফসলের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রনয়ন করা;
- প্রতিমাসে সারাদেশের আলু খালাসের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- আলু ফসলের উৎপাদন, বিপণন , সংরক্ষণ পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
- প্রতিবছর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর পকেট বুক প্রকাশের নিমিত্ত হিমাগারে সংরক্ষিত আলুর তথ্য প্রেরণ করা হয়;
- প্রতি বছর সারাদেশের হিমাগারের সঠিক সংখ্যা ধারণ ক্ষমতা ও সংরক্ষণের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা হয়;

৪.৬.৩ গবেষণা শাখাসমূহের অন্যান্য কার্যাবলীঃ

- কৃষি বিপণন প্রক্রিয়ায় পণ্যের অপচয় ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং এর কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- মূল্য সরবরাহ পরিস্থিতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পাদন করা;
- ফসলের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ, পরিবহন এবং মিলিং সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ করা;

- বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন এবং প্রয়োজনে খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য ফসলের বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বিভিন্ন ফসলের নির্ধারিত জমির লক্ষ্যমাত্রা, অর্জিত জমির পরিমাণ, মাঠে ফসলের অবস্থা, প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান, সম্ভাব্য উৎপাদন এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রেরিত এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বাজারদর নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা, মূল্যের গতিধারা এবং বাজারজাতকরণ সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জমি, উৎপাদনের পরিমান ও আমদানী/রপ্তানীর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণপূর্বক বাৎসরিক চাহিদা, মাথাপিছু প্রাপ্যতা নিরুপণ এবং চাহিদার পুর্বাভাস (Forecasting) সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে কৃষিপণ্যের সরবরাহ, মূল্য পরিস্থিতি ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে সীমিত আকারে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন, বিতরণ, সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন কাজ সম্পাদন করা;
- কৃষিপণের বিপণন, গবেষণা এবং সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন ও তত্ত্বাবধান করা ;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিরীখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালার নিরিখে দেশীয় পণ্যের বানিজ্য প্রসারের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা, মূল্য ও ট্যারিফ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহসহ প্রতিবেদন তৈরী ও সরকারকে সুপারিশ করা;

৪.৭ শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম

৪.৭.১ পটভূমি ঃ

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম ১৯৭৮ সনে শুরু হওয়া বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ড সরকারের একটি সফল উদ্যোগ। এই উদ্যোগের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যের আলোকে কার্যক্রমের আওতা সমগ্রদেশের তুলনায় নিতান্ড় অল্প হলেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কার্যক্রমটি একটি জনপ্রিয় ও সফল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ড সরকারের সাথে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় সম্পূর্ণ দাতা সংস্থার সরাসরি অর্থায়নে (DPA) বাংলাদেশ সুইস এগ্রিকালচারাল প্রজেক্ট (BASWAP) শিরোনামে ১৯৭৮ সালে শুরু এবং জুন,১৯৯২-এ সমাপ্ত হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রকল্পটির গুরুত্ব বিবেচনা করে জুলাই, ১৯৯২ হতে জুন,১৯৯৭ পর্যন্ত জিওবি ও দাতা সংস্থার যৌথ অর্থায়নে

এবং জুলাই, ১৯৯৭ হতে জুন,২০০৪ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে এটি পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে, প্রকল্পটির কার্যক্রম জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত কর্মসূচী আকারে পরিচালিত হয়। ২০১০ সালে জনবলসহ কর্মসূচীটি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হয় এবং বর্তমানে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে কার্যক্রমটি অব্যাহত রাখা হয়েছে।

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে। রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের আওতায় ৩২টি জেলায় ৭৯টি উপজেলায় ১১৫টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে। ১১৫টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ১০৩টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে বার্ষিক ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। চলমান গুদামসমূহে বাৎসরিক গড়ে ৭,৩৩৯ জন কৃষক পরিবারকে ৮৩২১০ কুইন্টাল শস্য জমার বিপরীতে ১৪৪৬.৮১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন তফসিলি ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত গুদামে শস্য জমাদানকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করে যথা- সোনালী, রূপালী, অগ্রণী, জনতা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর মাধ্যমে শগঋকের গুদামে সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের রিভোলভিং ফান্ডে রক্ষিত ৭০.০০ লক্ষ টাকা দ্বারা ঋণদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া কার্যক্রমটির এন্ডোমেন্ট ফান্ড ও অন্যান্য ফান্ডে মোট ১১৭.৫২ লক্ষ টাকা সংরক্ষিত আছে।

গুদাম এলাকার ২ কিলোমিটারের মধ্যে জরীপের মাধ্যমে গুদাম ও ব্যাংক নির্ধারণ, কৃষকদের তালিকা তৈরী, গুদাম সংস্কারকরণ এবং কৃষক/গুদাম রক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া অধিভূক্ত কৃষকদের অংশগ্রহণে ৭ সদস্য বিশিষ্ট গুদামভিত্তিক **গুদাম কমিটি** গঠন এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত নির্দেশনা অনুযায়ী একটি **উপদেষ্টা কমিটি** গঠন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য্য থাকে যে, গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ব্যাংক ম্যানেজার সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

উপরোক্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের পর একটি গুদাম উদ্বোধন/চালু করা হয়। গুদাম পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে শস্য জমার বিপরীতে বর্তমানে কুইন্টাল প্রতি মাসিক ১০/- টাকা হারে ভাড়া আদায় করা হয়। আদায়কৃত ভাড়া হতে গুদামের ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা **গুদাম তহবিল** গঠন করা হয়। গুদামের আওতাভূক্ত কৃষকগণ গুদামে সংরক্ষিত ফসলের বাজার মূল্যের সর্বোচ্চ **৮০%** পর্যন্ড় সংশিণ্টষ্ট ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। পরবর্তীতে ফসলের দাম বৃদ্ধি পেলে গুদামে রক্ষিত ফসল উত্তোলন ও তা বাজারে বিক্রি করে গুদাম ভাড়া ও ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করেন।

কৃষকরা যেন গুদাম ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হয়ে নিজেরাই গুদাম পরিচালনা করতে পারে সেজন্য গুদাম উদ্বোধনের সময় হতে প্রথম **১৮ মাস** পর্যন্ত গুদামটিকে **অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী** করে গড়ে তোলার জন্য সরকার হতে সহায়তা (আর্থিক, কারিগরী ও ব্যবস্থাপনাগত সহযোগীতা) প্রদান করা হয়ে থাকে। ১৮ মাস অতিক্রান্ত হলে গুদাম পরিচলনার দায়িত্ব গুদাম কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং গুদাম কমিটি সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা কমিটির সহায়তায় গুদাম কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এ সময় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গুদামসমূহ সার্বিকভাবে মনিটর করা হয়ে থাকে।

৪.৭.২. শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক এবং ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের উৎপাদিত শস্যের পরিবেশসম্মত এবং সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে আর্থিক ঋণদানের ব্যবস্থাকারী একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম।

৪.৭.৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

- শস্য-কর্তন মৌসুমে স্বল্পমূল্যে অভাব-তাড়িতভাবে (Distress Sale) শস্য বিক্রয়ের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করা;
- গুদামে সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে কৃষকদেরকে সরাসরি প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;
- উৎপাদিত শস্যের গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সুসংরক্ষণ, অপচয়রোধ এবং শস্যের গুণগত ও পুষ্টিমান অক্ষুন্ন রাখা;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষক জনগোষ্টীকে একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে আনয়নের ব্যবস্থা এবং উৎপাদিত শস্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির জন্য একটি বিকল্প বিপণন ব্যবস্থা প্রবর্তন;
- উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বল্প আয়ের কৃষকদের দারিদ্রের আওতাভুক্ত থেকে বের করে উন্নয়ন ধারায় সম্পৃক্তকরণ;
- কার্যক্রমের আওতাভূক্ত কৃষকদের গুদামজাতকরণ ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী করে তোলা এবং স্থানীয় পর্যায়ে গুদাম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর।

৪.৭.৪ অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর ঃ

চলমান ১১৫টি গুদামের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট ৫৩৯৯ জন কৃষক অংশ গ্রহণ করেন এবং গুদামে ৫৮০৫০ কুইন্টাল শস্য জমার বিপরীতে ৬৩৯.২৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১১৫টি

গুদামের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার (গুদাম রক্ষক না থাকা, সংস্কারজনিত কারণ ও অনাদায়ী ঋণ থাকায়) কারণে বর্তমানে ৩১টি গুদাম কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

২০১৪-২০১৫ সালের সেবাগ্রহীতা ও ঋণ কার্যক্রম ছক

বিভাগের নাম	গুদাম সংখ্যা	কৃষক সংখ্যা	শস্য জমার পরিমাণ (কুইন্টাল)	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	গুদাম তহবিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
ঢাকা	৩০	১১৯৪	১৪২১৫	১৮৬.৩৮	২৯.০২
খুলনা	২০	১১৬১	১৪৩৮২	১৪২.০০	২৭.৬৯
রাজশাহী	৬৫	৩০৪৪	২৯৪৫৩	৩১০.৮৯	১০৫.০৫
মোট	১১৫	৫৩৯৯	৫৮০৫০	৬৩৯.২৭	১৬১.৭৬

৪.৭.৫ প্রধান প্রধান চিহ্নিত সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- ব্যবহার অনুপযোগী ৪৫টি গুদামের জরুরীভিত্তিতে সংস্কার/মেরামত প্রয়োজন।
- স্বল্প বেতনে গুদাম রক্ষক ও নৈশ প্রহরী নিয়োগ সম্ভবপর হচ্ছে না।
- ব্যাংক ও গুদাম রক্ষক কর্তৃক অর্থ আত্মসাত।
- ফসলের দাম কমে যাওয়ায় অনাদায়ী ঋণের কারণে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ প্রদান না করা।
- কৃষককে ঋণ প্রদানে ব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত চার্জ গ্রহণ করা।
- সহায়তা ফান্ড/পরিচালনা ফান্ডের অভাব।
- রাজস্বখাতে হস্তান্তর পরবর্তী শস্য গুদাম পরিচালনা নির্দেশিকা চুরান্তকরণ।
- জনবল ও প্রয়োজনীয় লজিষ্টিকের অভাব।
- যানবাহন সংকট ।
- শস্য গুদামের দ্বৈত মালিকানা ।
- রুটিন সংস্কার/সম্প্রসারণের জন্য বাজেট বরাদ্দ।
- উপজেলাভিত্তিক কোন জনবল কাঠামো নেই।

৪.৭.৬ গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

৪.৭.৬.১ শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ প্রকল্প প্রণয়নঃ বিগত ২১/০৮/২০১৪, ০২/১২/২০১৪ ও ০২/০২/২০১৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সম্মানিত কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে শগঋক পর্যালোচনা সভায় শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের প্রত্যেকটি গুদামের তথ্য উপাত্ত সমস্যাদি আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। এসময় শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বর্তমানের কৃষি ও কৃষি উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে সচিব মহোদয় কর্তৃক কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় চিহ্নিত সমস্যাদির আলোকে বর্তমান শগঋক কার্যক্রমকে সময় উপযোগী করে আরও শক্তিশালী ও

বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে জরুরীভিত্তিতে একটি নতুন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পের প্রস্তাবটি সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ডিপিপিটি সংশোধন ও প্রক্রিয়াধীন আছে।

৪.৭.৬.২ গুদাম ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত পত্রঃ বিগত ০২/০২/২০১৫ তারিখের শগঋক পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারিখ-৩১/১২/২০১৪, ২০/০৭/২০১৫ ও ২১/০৯/২০১৫ এর মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমাধীন শস্য গুদামে শস্য জমার বিপরীতে কুইন্টাল প্রতি মাসিক ভাড়া ১০/- টাকার পরিবর্তে ২০/- টাকা নির্ধারণের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪.৭.৬.৩ শস্য গুদাম পরিচালনা নির্দেশিকা অনুমোদনঃ শগঋক পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দেশিকাটি গত ০৮/০২/২০১৫ ও ২৬/০৭/২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা নির্দেশিকাটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪.৭.৬.৪ আপতকালীন সহায়তা ফান্ড গঠনঃ শগঋক পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৪/০৩/২০১৫, ০৪/০৫/২০১৫, ০৯/০৭/২০১৫, ৩১/০৮/২০১৫ ও ২৯/০৯/২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে শগঋক গুদামসমূহের গুদাম তহবিল, এন্ডোমেন্ট ফান্ডের রক্ষিত অর্থ ও প্রকল্পের বিভিন্ন ফান্ডের রক্ষিত অর্থ একত্রিভূক্ত করে এফডিআরকরণ এবং গঠিত এফডিআর এর মাধ্যমে আহরিত আয় শগঋক কার্যক্রমের আপতকালীন সময়ে ব্যবহারের অনুমোদনের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪.৭.৬.৫ এলজিইডি'র মালিকানাধীন গুদামসমূহ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মালিকানাধীন করার প্রস্তাবঃ শগঋক পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯/১১/২০১৪ তারিখের স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০২২.৪৩.০০৩.১২-৯৮ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে শগঋক কার্যক্রমে ব্যবহৃত এলজিইডির খাদ্য গুদামের মালিকানা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে স্থানান্তরের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪.৭.৭ উপসংহারঃ

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একটি সফল উদ্যোগ। এই উদ্যোগের মাধ্যমে অর্জত সাফল্যের আলোকে কার্যক্রমের আওতা সমগ্রদেশের তুলনায় নিতান্ত অল্প হলেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কার্যক্রমটি একটি জনপ্রিয় মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। গুদাম ভাড়া বৃদ্ধি, শস্য গুদাম পরিচালনা নির্দেশিকা, আপতকালীন সহায়তা ফান্ড, এলজিইডি'র মালিকানাধীন গুদামসমূহ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে স্থানান্তর এবং সর্বোপরি শগঋক সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমকে আরও বেগমান ও আধুনিকায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৪.৮ বাজার ব্যবস্থাপনা শাখা

৪.৮.১ বাজার ব্যবস্থাপনা শাখার কার্যাবলীঃ

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা ;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোর সামগ্রীক কার্যক্রম ও আয়-ব্যয় বিষয়ে মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন ;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহ পরিচালনার বিষয়ে নুতন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন ;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামো চালুকরণে নীতিগত পরামর্শ প্রদান ;

৪.৮.২ বাজার অবকাঠামো পরিচালনাঃ

৪.৮.২.১ এনসিডিপি সেন্ট্রাল মার্কেট

৪.৮.২.১.১ পটভূমিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ঋণ সহায়তায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন সমাপ্ত নর্থওয়েষ্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন (NCDP) প্রকল্পের আওতায় ঢাকার গাবতলীতে প্রায় ৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৩তলা বিশিষ্ট সেন্ট্রাল মার্কেটটির নির্মাণ কাজ ৩০/০৬/২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। "উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ" প্রকল্প এর আওতায় উৎপাদিত উচ্চমূল্য ফসলের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় কার্যকর সরবরাহ চেইন ও প্রকল্প এলাকায় নির্মিত বাজারসমূহের জন্য ফরওয়ার্ড লিংকেজ স্থাপনের জন্য বাজারটি নির্মাণ করা হয়।

৪.৮.২.১.২ অবস্থানঃ

এনসিডিপি সেন্ট্রাল মার্কেটটি ঢাকার গাবতলীতে তুরাগ নদীর তীরে অবস্থিত। বাজারটি মূল রাস্তা থেকে প্রায় ১/২ কি.মি. ভিতরে। তবে প্রধান সড়কের সাথে পাকা সংযোগ সড়ক রয়েছে।

৪.৮.১.২.৩ বিদ্যমান অবকাঠামোর সুবিধাঃ

ক্রঃ নং	অবকাঠামোর সুবিধার বিবরণ	পরিমান
০১।	জমির পরিমান	২.৭ একর ।
০২।	ওয়াশিং এরিয়া	২২০ বর্গফুট ।
০৩।	অকশন এরিয়া	৯১৭ বর্গফুট ।
০৪।	সর্টিং, গ্রেডিং এবং ড্রাইং এরিয়া	৫০০ বর্গফুট ।
০৫।	ড্রাই ষ্টোরেজ	৭৫২ বর্গফুট ।
০৬।	প্রিকুলিং এরিয়া	৩০৫ বর্গফুট ।

০৭।	কুলিং এরিয়া	১৬৯০ বর্গফুট ।
০৮।	গোডাউন	৪৭৯ বর্গফুট ।
০৯।	আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার	৫০০ বর্গফুট ।
১০।	টয়লেট এরিয়া	৭১৬ বর্গফুট ।
১১।	মার্কেট ম্যানেজমেন্ট কমিটি অফিস	৫৪৫ বর্গফুট ।
১২।	ট্রেনিং সেন্টার	১৬৩৫ বর্গফুট ।
১৩।	ভেজিটেবলস সেলস এরিয়া	৫৪৬৫ বর্গফুট ।
১৪।	উইমেন্স কর্ণার	৫৮১ বর্গফুট ।
১৫।	ফ্রুট এন্ড স্পাইসেস সেলস এরিয়া	৩১৭০ বর্গফুট ।
১৬।	স্পেসিয়ালাইজড এরিয়া ফর ভ্যালু এডিশন	২৩৪৮ বর্গফুট ।
১৭।	লোডিং আনলোডিং এরিয়া	৭২৬২ বর্গফুট ।
১৮।	পার্কিং এরিয়া	৩৮০০ বর্গফুট ।
১৯।	ইন্টারনাল ড্রেইন	৪১০ বর্গফুট ।
২০।	ইন্টারনাল রোড	১৭৫০০ বর্গফুট ।
২১।	গ্যারেজ	১২৮১ বর্গফুট ।
২২।	গার্ডসেড	১২২ বর্গফুট ।
২৩।	ডাস্টবিন	২১৫ বর্গফুট ।
২৪।	সাব স্টেশন (যন্ত্রপাতিসহ)	৭১০ বর্গফুট ।

৪.৮.১.২.৪ বিদ্যমান লজিস্টিক সুবিধাঃ

- **পরিবহণ সুবিধাঃ** কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য বিপণনে সহায়তা করার জন্য ঢাকাস্থ গাবতলী সেন্ট্রাল মার্কেটে ০৬টি রিফারভ্যান ও ০৫ মেঃটন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি ট্রাক রয়েছে।
- **কুল চেম্বার সুবিধাঃ** কৃষি ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য একাধিক চেম্বার ২০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০৩টি কুল চেম্বার রয়েছে যা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- **প্রাইকারী প্রসেসিং সুবিধাঃ** হিমাগারটি সাথে সজি ও ফল প্রমিতকরণ, প্যাকেজিং সুবিধাসহ সকল ধরণের কর্তনোত্তর সেবা (Post Harvest Management) প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

৪.৮.১.২.৫ সেন্ট্রাল মার্কেট পরিচালনা পদ্ধতিঃ

সমাপ্ত "উত্তর পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প" এর আওতায় নির্মিত কেন্দ্রীয় বাজার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী বাজারের অবকাঠামোগত সুবিধাদির সুষ্ঠু ও বাস্তবসম্মত ব্যবহারের জন্য নীতিনির্ধারণী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানের নিমিত্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি-কে সভাপতি এবং উপ-পরিচালক (আরইটিসি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে সদস্য-সচিব করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট বাজার উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। তাছাড়া মার্কেটটির যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে সভাপতি এবং উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,

ঢাকাকে সদস্য-সচিব করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটি বাজারের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, দোকান/স্টল বরাদ্দসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন।

৪.৮.২.২ এনসিডিপি ও পাবা বাজারঃ

৪.৮.২.২.১ পটভূমিঃ

বাজারে কৃষকদের সহজ প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮২ টি বাজার নির্মাণ করা হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরাধীন "কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজারঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের'' আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাদি যেমন দোকান/স্টল, গুদাম, সেড, টয়লেট, টিউবওয়েল, কসাইখানা, গোহাটা প্রভৃতি আইটেম সম্বলিত প্রকল্পভূক্ত ৬টি জেলায় ৬টি পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লীড এজেন্সী) ও ৫টি সহযোগী সংস্থার (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, এলজিইডিসহ অন্যান্য) সমন্বয়ে নর্থওয়েষ্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি)-এর আওতায় প্রকল্পভূক্ত ১৬টি জেলায় ১৫টি পাইকারী, ৬০টি গ্রোয়ার্স এবং ঢাকায় ১টি সেন্ট্রাল মার্কেট নির্মাণ করা হয়। সার্বিক সুবিধাদি সম্বলিত এ ধরণের গ্রামীণ বাজার বাংলাদেশে এই প্রথম। উল্লিখিত অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে প্রকল্পের আওতায় বাজারসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, আধুনিক ও মডেল বাজার হিসেবে গড়ে উঠেছে।

৪.৮.২.২.২ বাজারের অবস্থান ও ধরণঃ

এনসিডিপি নির্মিত ৭৫টি বাজারের মধ্যে ১৫টি পাইকারী বাজার জেলা সদরে ও ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত এবং সেন্ট্রাল মার্কেটটি ঢাকার গাবতলীতে অবস্থিত। তাছাড়া 'পাবা' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ০৬ টি পাইকারী বাজার প্রকল্পভূক্ত ০৬ টি জেলায় অবস্থিত।

টেবিল-৩: এনসিডিপি ও পাবা বাজারের অবস্থান ও ধরন ।

জেলার নাম	বাজারের সংখ্যা			বাজারের ক্যাটাগরি
	গ্রোয়ার্স	পাইকারী	মোট	
০১। ঢাকা সেন্ট্রাল মার্কেট	-	-	০১ টি	এনসিডিপি বাজার
০২। শেরপুর	-	০১	০১ টি	পাবা বাজার
০৩। বরিশাল	-	০১	০১ টি	পাবা বাজার
০৪। যশোর	-	০১	০১ টি	পাবা বাজার
০৫। হবিগঞ্জ	-	০১	০১ টি	পাবা বাজার
০৬। দিনাজপুর	-	০১	০১ টি	পাবা বাজার
০৭। নোয়াখালী	-	০১	০১ টি	পাবা বাজার
০৮। রাজশাহী	০৫	০১	০৬ টি	এনসিডিপি বাজার

০৯। রংপুর	০৫	০১	০৬ টি	এনসিডিপি বাজার
১০। বগুড়া	০৩	০১	০৪ টি	এনসিডিপি বাজার
১১। দিনাজপুর	০৮	০১	০৯ টি	এনসিডিপি বাজার
১২। পাবনা	০২	০১	০৩ টি	এনসিডিপি বাজার
১৩। সিরাজগঞ্জ	০২	০১	০৩ টি	এনসিডিপি বাজার
১৪। পঞ্চগড়	০৫	০১	০৬ টি	এনসিডিপি বাজার
১৫। নীলফামারী	০৪	০১	০৫ টি	এনসিডিপি বাজার
১৬। নওগাঁ	০৫	০১	০৬ টি	এনসিডিপি বাজার
১৭। লালমনিরহাট	০২	০১	০৩ টি	এনসিডিপি বাজার
১৮। নাটোর	০৪	০১	০৫ টি	এনসিডিপি বাজার
১৯। ঠাকুরগাঁও	০৫	০১	০৬ টি	এনসিডিপি বাজার
২০। চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০২	০১	০৩ টি	এনসিডিপি বাজার
২১। গাইবান্ধা	০২	০১	০৩ টি	এনসিডিপি বাজার
২২। কুড়িগ্রাম	০১	০১	০১ টি	এনসিডিপি বাজার
২৩। জয়পুরহাট	০৫	০১	০৬ টি	এনসিডিপি বাজার
সর্বমোট	**৬০**	**২১**	**৮২ টি**	**-**

৪.৮.২.২.৩ বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদিঃ

এনসিডিপি বাজারগুলোতে ব্যবসার নিমিত্ত সর্বমোট ১,৬৮২টি স্পেস রয়েছে। অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে এ সকল স্পেসগুলোর মধ্যে ৭৪৭টি স্পেস এফএমজি ভূক্ত কৃষক, ৬৩৯টি স্পেস সাধারণ ব্যবসায়ী এবং অবশিষ্ট ২৯৬টি মহিলা কর্নার দোকান মহিলা ব্যবসায়ীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। "কৃষি পণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের'' আওতায় নির্মিত ৬টি বাজারের মধ্যে প্রতিটি বাজারে ২৪টি দোকান/স্টল, ২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি গোডাউন ৬টি শেড, টয়লেট, গোহাহাঁটা ও ০১টি কসাইখানা রয়েছে।

টেবিল-৪: এনসিডিপি ও পাবা বাজারের বিভিন্ন সুবিধাঃ

বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদির বর্ণনা	বাজারের ক্যাটাগরি	
	পাবা বাজার	এনসিডিপি বাজার
২৫০ মে: ট: ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম	০৬ টি	-
৫ মে: ট: ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কুল চেম্বার	-	০৭ টি
দোকান/স্টল	১৪৪ টি	-
ওপেন স্পেস (সাধারণ)	-	৬৩৯ টি
ওপেন স্পেস (এফএমজি)	-	৭৪৪ টি
মহিলা কর্নার	-	২৯৬ টি
শেড	১৮ টি	-
কসাই খানা	০৬ টি	-
অফিস/ট্রেনিং রুম	০৬ টি	৭৫ টি

৪.৮.২.২.৪ বাজার পরিচালনা পদ্ধতিঃ

এনসিডিপি ও পাবা বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে। এসকল নীতিমালার আওতায় বাজারসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে।

৪.৮.২.২.৪.১ এনসিডিপি বাজার পরিচালনা নির্দেশিকাঃ

এনসিডিপি বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত "উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত খুচরা ও পাইকারী বাজার অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ'' নির্দেশিকা রয়েছে। উক্ত নির্দেশিকার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বাজারের জন্য একটি বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা বাজার কর্মকর্তা/বাজার অনুসন্ধানকারী সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা, এফএমজি প্রতিনিধি, মহিলা প্রতিনিধি, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ, অন্যান্যরা কমিটিতে সদস্য হিসাবে আছেন। উক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বাজারের দোকান/স্পেস বরাদ্দ প্রদানসহ বাজার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। নীতিমালা অনুযায়ী বাজারে অবস্থিত বিভিন্ন দোকান/স্পেস ও অন্যান্য সুবিধাদি ভাড়া/ ইজারা প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হয়ে থাকে।

৪.৮.২.২.৪.২ পাবা বাজার পরিচালনা নির্দেশিকাঃ

পাবা বাজারসমুহে বাজার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত "কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারী হাট-বাজারে কৃষি পণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দোকান, গুদাম ও টয়লেট বরাদ্দ সংক্রান্ত'' নীতিমালা রয়েছে। উক্ত নির্দেশিকার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বাজারের জন্য একটি বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা বাজার কর্মকর্তা/জেলা বাজার অনুসন্ধানকারী সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। উক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বাজারের দোকান/স্পেস বরাদ্দ প্রদানসহ বাজার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

৪.৮.২.৪ বাজারের আয়-ব্যয়ঃ

এনসিডিপি বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৫০% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ৫০% বাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব এর যৌথ ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

এছাড়া পাবা বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৭৫% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ২৫% বাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্তে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সভাপতি ও সদস্য সচিব এর যৌথ হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

টেবিল-৫: এনসিডিপি ও পাবা বাজারের আয়-ব্যয়ের হিসাবঃ

বাজারের ক্যাটাগরি	বাজারের সংখ্যা	শুরু থেকে জুন/১৫ পর্যন্ত আয়-ব্যয় (টাকা)		
		মোট আয়	সরকারী কোষাগারে জমা	মোট ব্যয়
পাবা বাজার	৬	১,৬৬,৯৫,৮২৮	১,৫৭,২২,০৫০	৩,০০,১৮৪
এনসিডিপি বাজার	৭৫	৭৭,০২,২০৪	৩৭,৭২,৯৪৪	১৩,০০,৭৪১
মোট	**৮১**	**২,৪৩,৯৮,০৩২**	**১,৯৪,৯৪,৯৯৪**	**১৬,০০,৯২৫**

৪.৯ আইসিটি সেল

৪.৯.১ আইসিটি সেলের কার্যাবলীঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ১০ টি জেলা নিয়ে পাইলট প্রকল্প হিসাবে ২০০২ সনে এফএও-এর আর্থায়নে এগ্রিকালচার মার্কেট ইনফরমেশন ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (AMII) চালু হয়। উক্ত প্রজেক্ট এর মাধ্যমে ১০টি জেলায় আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইন্টারনেট সংযোগ, সদর দপ্তরে একটি সার্ভার স্থাপন এবং একটি Static website উন্নয়ন করা হয় (www.dam.bd.org)। প্রকল্পের আওতাভূক্ত ১০টি জেলা হতে dial up connection নিয়ে ই–মেইলের মাধ্যমে বাজার তথ্য প্রেরণ করা হতো। সদর দপ্তর হতে উক্ত বাজার তথ্য ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হতো। মুলতঃ এই প্রকল্প দিয়েই চালু হয় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায় হতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাজার তথ্য প্রেরণ এর প্রক্রিয়া। এ পদ্ধতিটি ছিল অনেকটা সময় সাপেক্ষ। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাপোর্ট টু ইনফরমেন কমিউনিকেশন টেকনোলজি (SICT) প্রকল্পের আওতায় আরও ২০টি জেলাকে অন্তর্ভূক্ত করে মোট ৩০টি জেলায় উক্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। উক্ত ২০টি জেলার কম্পিউটারে প্রকল্পের অর্থায়নে dial up connection দেওয়া হয়। এছাড়া সদর দপ্তরে একটি সার্ভারসহ ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয় এবং পূর্বতন ওয়েব সাইট-এর স্থলে ডাইনামিক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) উন্নয়ন করা হয়। জেলা পর্যায় হতে অন লাইনে বাজার তথ্য প্রেরণের জন্য Local Host হিসাবে আলাদা একটি সফটওয়ার তৈরী করা হয়। উক্ত সফটওয়ারে জেলা পর্যায়ে প্রথমে বাজার তথ্য এন্ট্রি করা হয় এবং পরবর্তীতে ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে তা ওয়েব সাইটের

এডমিন পোর্টালে প্রেরণ করা হয়। জেলা পর্যায় হতে প্রেরণকৃত বাজার তথ্যসমূহ সদর দপ্তরের ওয়েবসাইটে এডমিন পোর্টাল হতে যাচাই বাছাই করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত এনসিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলায় কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি জেলায় প্রকল্পের অর্থায়নে dial up connection এর মাধ্যমে অন লাইনে বাজার তথ্য প্রেরণ প্রক্রিয়া আরও সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট সকল জেলায় কম্পিউটার সরবরাহসহ ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে দেশব্যাপী অন লাইন এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ইনফরমেশন সিস্টেমের প্রসার করা হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল কম থাকায় আইসিটি সেলে মাত্র ০২ (দুই) জন কর্মচারীর সমন্বয়ে ৬৪টি জেলা হতে প্রেরিত বাজার তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। সদর দপ্তরে রক্ষিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বাজারদর সংগ্রহ ও প্রচার করা হচ্ছে। এর আওতায়–

- বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা হতে কৃষিপণ্যের খুচরা, পাইকারী ও মৌসুম ভিত্তিক কৃষক প্রাপ্ত বাজার দর সংগ্রহ করে অন লাইনে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।
- ওয়েবভিত্তিক কৃষিপণ্যের মূল্য, বিপণন ও বাজার ব্যবস্থাপনা সেবা এবং কৃষি ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পিডিএস এর কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।
- ওয়েবসাইটে মুজিব নগর প্রকল্পের আওতায় খুলনা বিভাগের কতিপয় বাজারের তালিকা অর্থাৎ মার্কেট ডাইরেক্টরীর কাজ যুক্ত করা হয়েছে।
- প্রতিটি জেলা অফিসের জন্য ই–মেইল খোলা হয়েছে।
- প্রতিটি জেলায় আগের dial up connection এর পরিবর্তে মোবাইল অপারেটরদের মডেম ব্যবহার এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারীভাবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর আওতায় পরিচালিত বাংলা গভনেট প্রকল্পের মাধ্যমে অত্র অধিদপ্তরে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপনসহ আইপি ফোন স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অফিসসমূহে অর্থাৎ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হবে। এছাড়া আইপি ফোনের মাধ্যমে বিলবিহীন মন্ত্রণালয় ও প্রতিটি জেলার জেলা প্রশাসকদের সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কথা বলা যাবে।

- সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প–২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) আওতায় ইংরেজী ওয়েবসাইটের পাশাপাশি ইলেকট্রিক ডিসপ্লেবোর্ড, মোবাইল বেইজ এগ্রিকালচার প্রাইস ইনফরমেশন-এর কাজ চলমান রয়েছে।
- উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সার্ভার রুমে একটি সার্ভারসহ সার্ভার রেক স্থাপন করা হয়েছে।
- সদর দপ্তরের প্রতিটি শাখায় কম্পিউটারসহ বিটিসিএল থেকে দ্রুতগতির ফাইবার অপটিকস ইন্টারনেট লাইন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন–২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) প্রকল্পের আওতায় দুইটি ব্যাচে মোট ৪০ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের আইসিটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ই–তথ্য কোষ, সরকারী পোর্টালে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটটি যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া সরকারী পোর্টালে dam portal নামে একটি পোর্টালও খোলা হয়েছে। উক্ত পোর্টালে বিভিন্ন তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে।
- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে টেক্সাস টেক ইউনিভারসিটি, আমেরিকা কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ইংরেজী ওয়েব সাইটের পাশাপাশি বাংলা ওয়েব সাইটের উন্নয়ন করা হয়। উক্ত ওয়েব সাইটে মোবাইল বেইজ প্রাইস ইনফরমেশন-সুবিধাসহ মাঠ পর্যায় থেকে পরীক্ষামূলকভাবে বাজারদর অন লাইনে প্রেরণের কাজ চলমান আছে।

৫.০ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটঃ

৫.১ অনুন্নয়ন বাজেটঃ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড নং	বিবরণ	২০১৪-১৫	
			বাজেট	সংশোধিত বাজেট
(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়				
১।	৪৫০০	অফিসারদের বেতন	৮০,০০	৭৮,০০
২।	৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৪,৬২,০০	৪,৬০,০০
৩।	৪৭০০	ভাতাদি	৫,৩১,৬০	৫,৩৪,৮০
৪।	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	২,৩৩,৫০	২,৪৬,৪০
৫।	৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	২৫,০০	২৫,০০
	উপ-মোট (ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব		**১৩,৩২,১০**	**১৩,৪৭,২০**
(খ) অনুন্নয়ন মুলধন ব্যয়				
১।	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ / ক্রয়	৮,০০	১২,০০
উপ-মোট (খ) অনুন্নয়ন মুলধন			**৮,০০**	**১২,০০**
মোট (ক+খ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন)			**১৩,৪০,১০**	**১৩,৫৯,২০**

৫.২ উন্নয়ন বাজেটঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
০১।	মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ) (১ম সংশোধিত), ৮৪৯.০০, (০১/০৭/১১-৩০-০৬-১৬), অনুমোদিত	২,৫০,০০	২,২০,০০	২,১৭,৮৬ (৯৮.৮৬%)
০২।	পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ) (১ম সংশোধিত), ১০০৯.০০, (০১/০৭/১২-৩০/০৬/১৭), অনুমোদিত	২,০০,০০	১,১২,০০	১,০৯,৩৭ (৯৭.৬৫%)
০৩।	সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) (১ম সংশোধিত), ২৭৪০.০০ (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৫),অনুমোদিত	১১,৮৬,০০	১১,০৮,০০	১০,৮৩.০০ (৯৯.৮৭%)
মোটঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (উন্নয়ন)		**১৬,১৬,০০**	**১৪,১৭,০০**	**১৪,১২,৫০ (৯৯.৬৮%)**

৫.৩ রাজস্ব বাজেটে অর্থায়নকৃত কর্মসূচীঃ

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
০১।	ফার্মার্স মার্কেটিং গ্রুপ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নির্মিত মার্কেটসমূহের বিপণন সেবা জোরদারকরণ কর্মসূচী, ২৩৮.০০, (০১/০৭/১২-৩০/০৬/১৫)	১,০৫,০০	১,০৫,০০	১০২.২০ (৯৭.৩৩%)
মোটঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কর্মসূচী)		**১,০৫,০০**	**১,০৫,০০**	**১০২.২০ (৯৭.৩৩%)**

৫.৩ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন+ কর্মসূচী):

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০১৪-১৫	
		বাজেট	সংশোধিত বাজেট
১।	অনুন্নয়ন	১৩,৪০,১০	১৩,৫৯,২০
২।	উন্নয়ন	১৬,১৬,০০	১৪,১৭,০০
৩।	কর্মসূচী	১,০৫,০০	১,০৫,০০
	সর্বমোট	**৩০,৬১,১০**	**২৮,৮১,২০**

৬.০ উল্লেখযোগ্য কৃষি পণ্যের বিপণন চিত্র

কৃষক প্রাপ্ত মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
পিয়াজ	২৩৭২	২২৮২	১৫৫৪	২৮১৯	৪১৬৫
রসুন	৭৩৫১	৬৮৫০	২৭৫৪	৩৯৪৯	৭০৭৩
শুকনা মরিচ	১১১৮৮	১৩১২৭	১৫৪৯৭	১৩৪১৩	১৩৮৫০
হলুদ	৯৭৪৭	২২৯৮১	৯৩৬৯	৫৮৫৯	৭১৭২

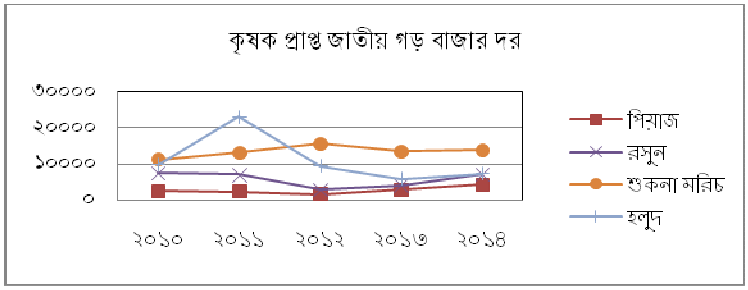

ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের জাতীয় বার্ষিক পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
পিয়াজ	২৩৭০	২৬৯৬	২৩৮২	৪৬১০	২৮২১
রসুন	১১৬০৭	৭৫৫৫	৩২১৫	৫৫২৮	৬২৬৪
শুকনা মরিচ	১১৭৩৮	১৫১৫৬	১৩৯৯৮	১৫০২৩	১৫৩৩৪
হলুদ	২১৫৬৫	২০৭৯৩	৮৪০৫	৭৪২২	৯৮৮০
মসুর ডাল	৯৫৯৬	৮৩৯৯	৯৮৩৯	১০৭০৫	৯৯৭৮
সরিষার তেল	১০৬৭১	১২৩১০	১৪৫২৬	১৪১৫৬	১২৭০১

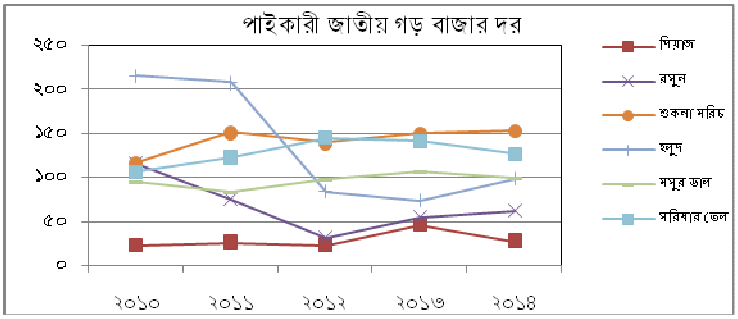

ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
পিয়াজ	২৬.৭৫	২৯	২৭.৫৪	৫১.৯৪	৩২.৪৩
রসুন	১৩২.০৮	৮৭.২৫	৪১.২	৬৫.৫৭	৭৪.৮
শুকনা মরিচ	১৩৫.১৭	১৭৭.৫৮	১৫৮.৫১	১৬৮.৫	১৭৩.৯৫
হলুদ	২৩১.২৫	২৫৭.১৭	১০০.৪	৮৭.৪৭	১১৩.৬৬
মসুর ডাল	১০১.৪৫	৮৯.৪২	১০৪.৮৫	১১৭.০২	১০৮.১
সরিষার তেল	১১৭.৩৮	১৩৩.৩	১৫৭.৪৬	১৫৩.৮৫	১৪২.৬৬

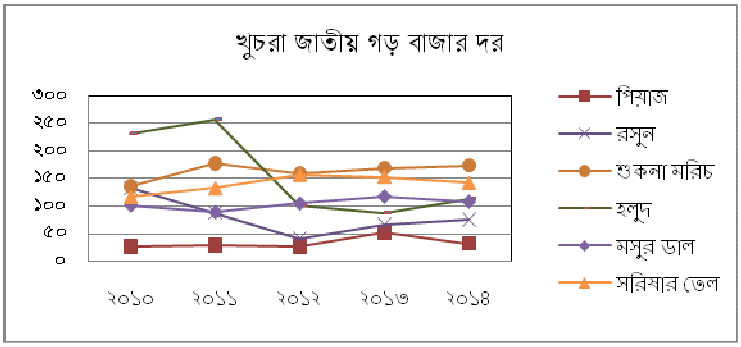

প্রাণীজ পণ্যের জাতীয় বার্ষিক পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
মোরগ-মুরগী মাঝারী	১৯,৬৯৪	২১,৯৬১	২৫,৯২৮	২৬,৬২৬	২৭,৬৯৬
মোরগ-মুরগী ফার্ম	১১,৮৯৬	১১,২৯৪	১৩,৩৯৮	১২,৬৮৮	১২,৩৯২
গরুর মাংস	২২,১২৭	২৩,৫৬১	২৪,৪৫৫	২৫,১৩৪	২৬,১৪৯
মাছ রুই (মাঝারী)	২২,২৭৬	২৩,৫৪৬	২৫,৯৬৫	২৭,৭৮০	২৭,১০৪
মাছ কাতল (মাঝারী)	১৯,৩২২	১৮,৭২৬	২৩,৭৯৫	২৫,৯৯৯	২৫,৬২৪
মাছ পাংগাস (ছোট)	৭,৩৬০	৭,৩৪২	৮,৪৫২	৯,৮১৪	৯,৪০০
মাছ ইলিশ	৩০,৬৩০	৩৫,৬৭৩	৫০,৮২৬	৫০,২৬৯	৫৪,০৭৩

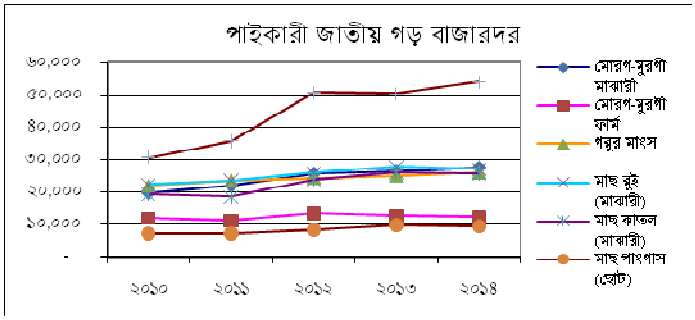

প্রাণীজ পণ্যের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
মোরগ-মুরগী মাঝারী	২২১	২৩৫	২৭৭	২৮৬	২৯৬
মোরগ-মুরগী ফার্ম	২২৭	১২৪	১৪৫	১৩৯	১৩৭
গরুর মাংস	২৪২	২৫৯	২৬৩	২৭০	২৭৫
মাছ রুই (মাঝারী)	২৬৫	২৭৫	২৮৮	৩১২	৩০৩
মাছ কাতল (মাঝারী)	২২৪	২৩৮	২৭৮	২৯০	২৮৬
মাছ পাংগাস (ছোট)	-	-	৯৬	১১৪	১১০
মাছ ইলিশ	৬৭৩	৪৩৫	৫৫৫	৫৯০	৬২২

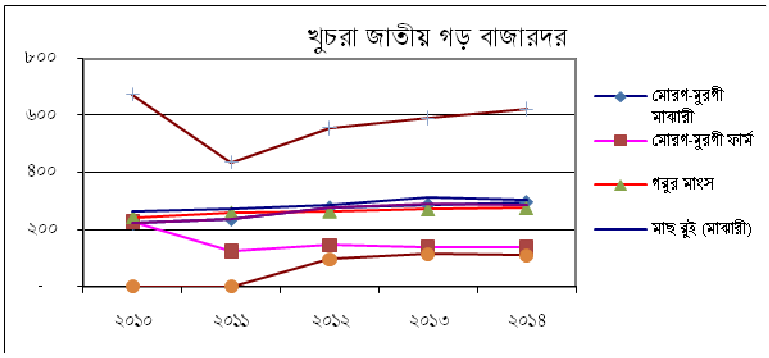

সজি ফসলের জাতীয় বার্ষিক পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম	২০১২	২০১৩	২০১৪
আলু–হল্যান্ড–সাদা	১৫৫৬	১১৯৪	১৪৭৬
বেগুন	২০৯৪	২৬২৩	২৬২৪
টমেটো	৩৯১০	৩৯৭৭	৩৯৭৭

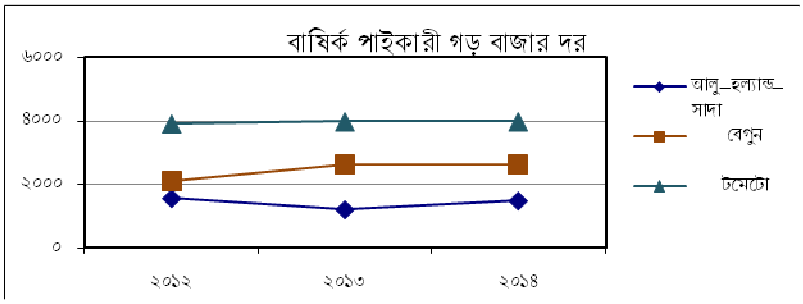

সজি ফসলের জাতীয় বার্ষিক পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম	২০১২	২০১৩	২০১৪
আলু–হল্যান্ড–সাদা	১৮.১৫	১৪.৫৬	১৭.৫৭
বেগুন	২৫.৭১	৩২.২১	৩২.৫৫
টমেটো	৪৭.১৭	৪৯.১৩	৫৭.৫৭

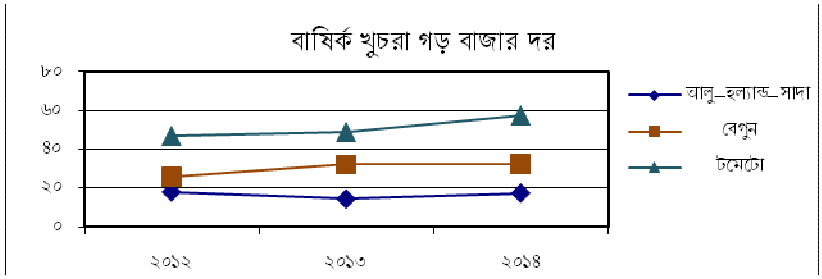

সজি ফসলের জাতীয় বার্ষিক পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম	২০১২	২০১৩	২০১৪
বেগুন	১৮৩৯	২২৮৭	২০৫০
আলু সাদা	৮২৫	১১৮৯	১০০৮
টমেটো	১৩১৮	১৮১৯	১৯০৪

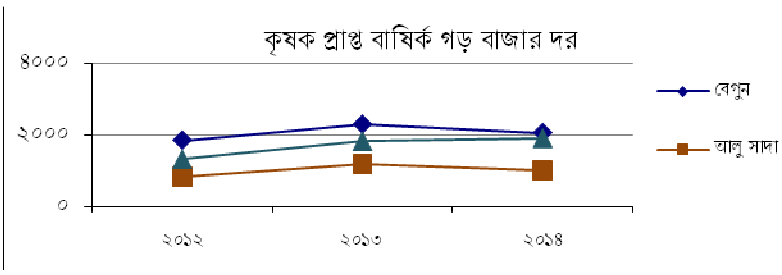

বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় বার্ষিক পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/১০০টি)

পণ্যের নাম	২০১২	২০১৩	২০১৪
কলা–চাঁপা	১৮৮	১৯১	১৯১
,, সবরী	২৭৭	২৮৬	২৯৯
,, সাগর	২৩৩	২৩০	২৩১

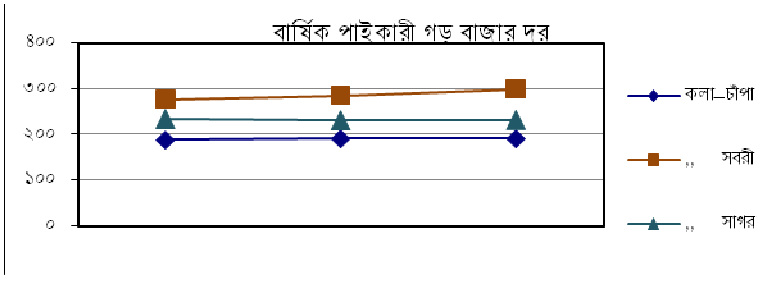

বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজার দর

(টাকা/হালি)

পণ্যের নাম	২০১২	২০১৩	২০১৪
কলা–চাঁপা	১২.১৯	১২.৫৩	১৩.২১
,, সবরী	১৮.০৭	১৯.০৯	২০.১৭
,, সাগর	১৪.৯	১৫.১২	১৫.৬৩

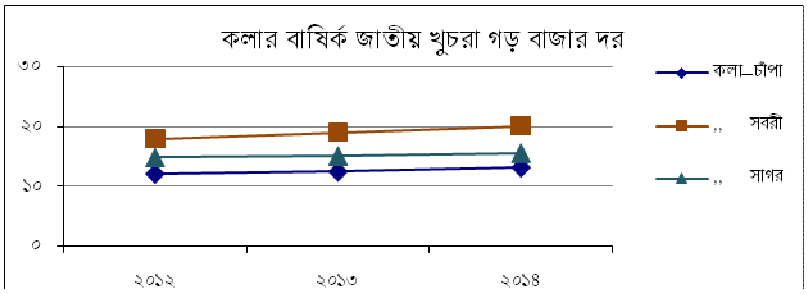

গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ কৃষি পণ্যের ২০১৪-২০১৫ সনের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

মাসের নাম	আমলকি	হরতকি	ইসুবগুলের ভূষি	তুলশী	জলপাই
জুলাই/১৪	৮০.০০	৫২.০০	৫৫০.০০	৬৬.০০	৮০.০০
আগষ্ট/১৪	৮২.০০	৫৫.০০	৫৪০.০০	৬৭.০০	৭০.০০
সেপ্টেম্বর/১৪	৮৫.০০	৬৫.০০	৫৫০.০০	৬৬.৫০	৮০.০০
অক্টোবর/১৪	৮৫.০০	৬৩.০০	৫৪৫.০০	৬৬.৭৫	৭৫.০০
নভেম্বর/১৪	৮৭.০০	৬২.০০	৫৫০.০০	৬৫.০০	৭৭.০০
ডিসেম্বর/১৪	৯০.০০	৬১.০০	৫৫২.০০	৬৫.৭৫	৭০.০০
জানুয়ারী/১৫	৯১.১২	৬০.০০	৫৬৫.০০	৬৬.০০	৬৫.০০
ফেব্রুয়ারী/১৫	৯৫.০০	৬৭.০০	৫৭৫.৫০	৬৬.২৫	৬০.০০
মার্চ/১৫	৯৮.০০	৭০.০০	৫৮০.০০	৬৬.৫০	৮০.০০
এপ্রিল/১৫	১০২.০০	৭৫.০০	৫৯২.০০	৬৫.০০	৮৫.০০
মে/১৫	১১০.০০	৭৭.০০	৬০৫.০০	৬৬.০০	৮২.০০
জুন/১৫	১১১.২৫	৮০.০০	৬২২.০০	৬৭.০০	৮৫.০০

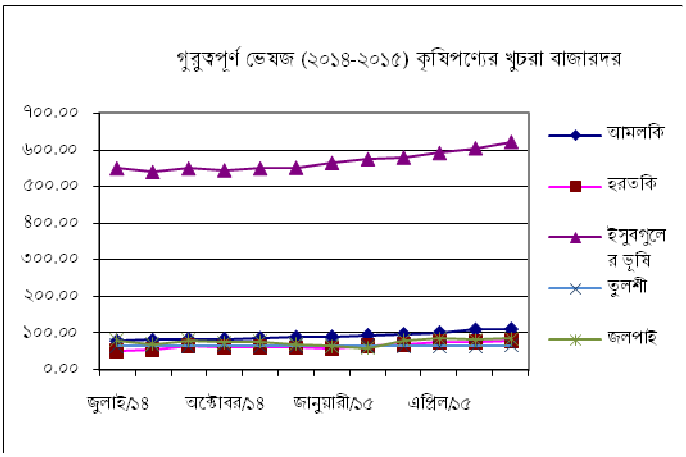

গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ কৃষি পণ্যের জাতীয় বার্ষিক পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
আমলকি	৮৬.০৭	৮৯.৫৮	৯০.১৮	৯৩.০৩
হরতকি	৬০.৯১	৬১.৪৯	৬১.৬১	৬৫.৫৮
ইসুবগুলের ভূষি	৫৩৬.৫৬	৫৪১.১	৫৪৩.৩৪	৫৬৮.৮৮
তুলশী	৪১	৪২.৫৮	৬২.৪২	৬৬.১৫
জলপাই	৪১.৫	৫৫.৫	৭১.৩৩	৭৫.৭৫

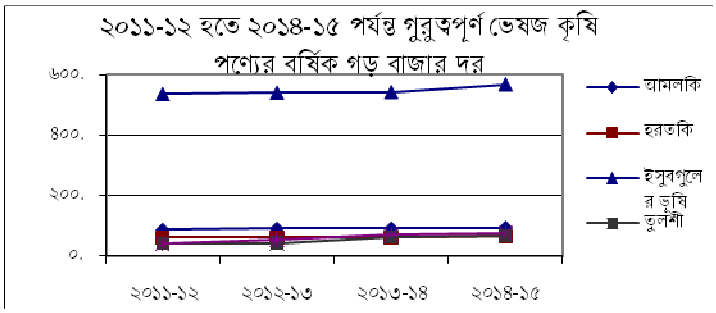

গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান কৃষি পণ্যের ২০১৪-২০১৫ সনের মাস ভিত্তিক জাতীয় খুচরা বাজারদর

(টাকা/কেজি)

মাসের নাম	তেঁতুল	নারিকেল	কামরাঙ্গা	মধু
জুলাই/১৪	১৪০.০০	৪০.০০	২৬.০০	৪৯০.০০
আগষ্ট/১৪	১৪০.৫০	৪১.০০	২৬.৫০	৪৯৫.০০
সেপ্টেম্বর/১৪	১৩৮.০০	৪০.০০	২৯.০০	৫০০.০০
অক্টোবর/১৪	১৩৯.০০	৪২.০০	২৮.০০	৫১০.০০
নভেম্বর/১৪	১৪০.০০	৪৩.০০	২৭.০০	৫১০.০০
ডিসেম্বর/১৪	১৪১.৫০	৪০.০০	২৯.০০	৫৩০.০০
জানুয়ারী/১৫	১৩৫.০০	৪২.০০	২৮.০০	৫৫০.০০
ফেব্রুয়ারী/১৫	১৩৮.০০	৪৫.০০	২৮.৫০	৫৬০.০০
মার্চ/১৫	১৪০.০০	৪৩.০০	২৯.০০	৫৬৬.০০
এপ্রিল/১৫	১৪৫.০০	৪৩.৫০	৩০.০০	৫৭০.০০
মে/১৫	১৪৫.০০	৪৩.০০	১০৫.০০	৫৮০.০০
জুন/১৫	১৫০.০০	৪৫.০০	১০৫.০০	৬০০.০০

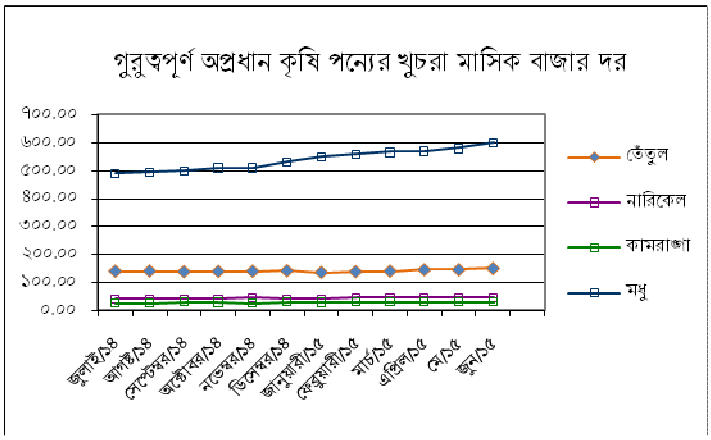

গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান (২০১৪-২০১৫) কৃষি পণ্যের জাতীয় বার্ষিক পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
তেঁতুল	১২১.৫১	১২৫.৮৮	১৩১.০৪	১৪১.০০
নারিকেল	২৯.৬৯	৩৬	৩৬.২৫	৪২.২৯
কামরাঙ্গা	২২.২৩	২৩.৬৫	২৩.৯৪	২৮.৩৮
মধু	৩০৭.১৮	৩৬৮.৫	৪৫৪.৪২	৫৩৮.৪২

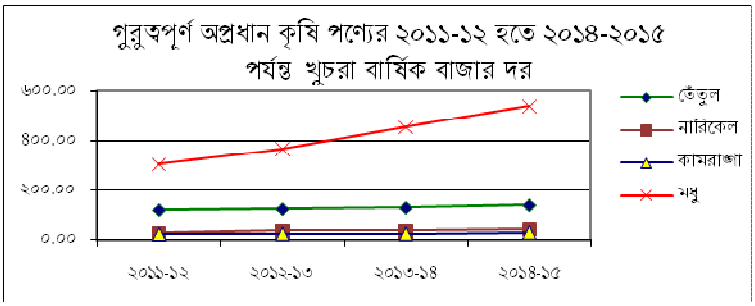

ধান ও সজির ২০১২-১৩, ২০১৩-১৫ ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের উৎপাদনের পরিমাণ

(মে: ট:)

পণ্যের নাম	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
তেঁতুল	১২১.৫১	১২৫.৮৮	১৩১.০৪	১৪১.০০
নারিকেল	২৯.৬৯	৩৬	৩৬.২৫	৪২.২৯
কামরাঙ্গা	২২.২৩	২৩.৬৫	২৩.৯৪	২৮.৩৮
মধু	৩০৭.১৮	৩৬৮.৫	৪৫৪.৪২	৫৩৮.৪২

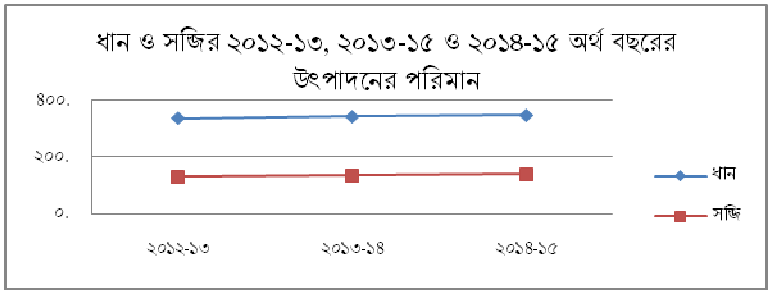

ধান এর কৃষক প্রাপ্ত বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
ধান বোরো মোটা	১৩৭৫	১৫৬৪	১৭৮৯	১৬৮৮
ধান বোরো মাঝারি	১৫১৪	১৭২৪	১৯০৯	১৮৪৮

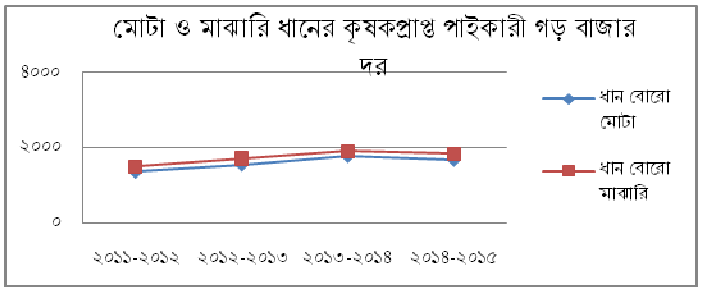

চালের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
চাউল–মোটা	২৯৪৬	২৩৮৮	২৭৯১	৩০৯০
মাঝারি	৩৫১৫	২৯২৫	৩৩৯৫	৩৬৫৬
সরু	৪২৭০	৩৬৩৮	৪১১০	৪৪০৭

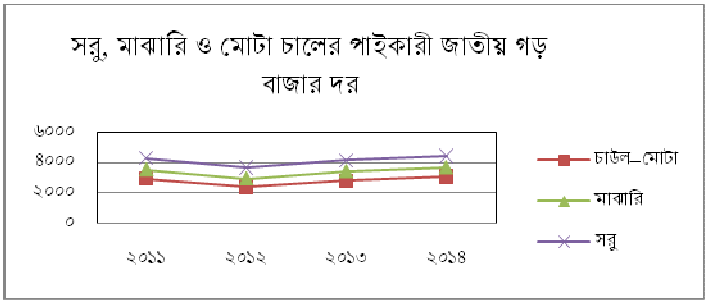

চালের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
চাউল–মোটা	৩১.৪২	২৫.৯২	৩০.০৬	৩২.৯৭
মাঝারি	৩৬.৯৮	৩১.৩৪	৩৬.০১	৩৮.৭৭
সরু	৪৪.৮১	৩৮.৬৯	৪৩.২৯	৪৬.৩২

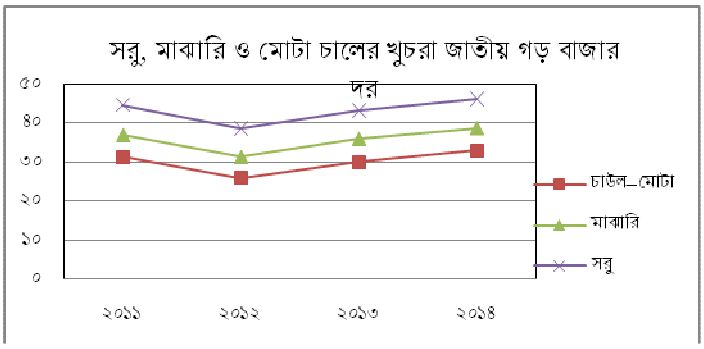

৭.০ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা

৭.১ স্বল্প মেয়াদীঃ

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষকদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাগণ যাতে সহনীয়মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারেন সে লক্ষ্যে বাজার তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ কার্যক্রম আধুনিক ও সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে Website (Internet)-এর মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলা হতে বাজারদর সংগ্রহ ও সরবরাহ কার্যক্রম জোড়দারকরণ অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে দেশের প্রধান প্রধান ১০টি এসেম্বল মার্কেটে ইলেকট্রোনিক ডিসপ্লে বোর্ড (Electronic Display Board) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স কমিটি গঠন এবং গঠিত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও দৈনিক বাজারদরের মূল্য তালিকার প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপন।
- মোট উৎপাদন নিরুপণ, কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও কৃষকের পণ্যের বিক্রয়মূল্য বিবেচনা করে মাঠ পর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা এবং ফসল বিপণনের পূর্বেই প্রতিবছর প্রধান প্রধান ফসলের ন্যূনতম মূল্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ এবং আমদানী ও রপ্তানী নীতি প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।
- কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, মান নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শগঋক সম্প্রসারণ বিষয়ক ০২ টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে এবং গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ সুবিধা চালু করা, ফুল বিপণনে সহায়তা করা ও সমাপ্ত আইকিউএইচডিপি প্রকল্পের ০৪ টি প্রসেসিং সেন্টার চালুকরণে কর্মসূচী হাতে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

৭.২ মধ্য মেয়াদীঃ

- কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য বিপণন ব্যয়, ব্যবসায়ীদের লভ্যাংশ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা/সমীক্ষা করে বিপণন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ব্যয় হ্রাসের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন, বিপণন, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, উৎপাদনকারী-ভোক্তা, উৎপাদনকারী, সুপারমলসমূহের মধ্যে টেকসই সংযোগ স্থাপন ও বিপণনে সহায়তা দান এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক বহুমূখী কৃষিপণ্য উৎপাদন, চাহিদা ও যোগানের প্রক্ষেপণ নিরুপণ, ফসলের মূল্যের পূর্বাভাস প্রদান, গুরুত্বপূর্ণ ফসলের চাহিদা নিরুপণ ও এর সম্ভাব্য বাজার মূল্য প্রক্ষেপণ।

- আখ ও ভুট্টাসহ প্রধান প্রধান ফসলের সরকার কর্তৃক ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান।
- মৌসুমে স্বল্পমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের (Distress sale) মাধ্যমে কৃষকরা যাতে ক্ষতির শিকার না হন সে লক্ষ্যে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং পর্যায়ক্রমে সারাদেশ ব্যাপী সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ।

৭.৩ দীর্ঘ মেয়াদীঃ

- সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কৃষিপণ্যের হাঁট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ হাট-বাজার ও উৎপাদন এলাকায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ।
- বাজার সিন্ডিকেট তৈরির মাধ্যমে অধিক মুনাফা লাভ রোধকল্পে বাজারে কৃষি উপকরণ ও কৃষিপণ্যের মজুদ ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে পণ্যের উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানী বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং অধিক মুনাফা লাভ রোধকল্পে আমদানীকারক, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের পরিমাণ নির্ধারণ।
- কৃষিপণ্যের ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন।
- কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশেষ করে, গৃহ পর্যায়ে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা প্রদান, পণ্য বিপণনে সহায়তার নিমিত্ত ব্রান্ডিং, মোড়কীকরণ, সার্টিফিকেশন ইত্যাদি সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- কৃষিপণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে Traceability উন্নয়ন এবং এর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- পণ্য সংরক্ষণে বহুমুখী সুবিধা সম্বলিত কোল্ড স্টোরেজ/কুল চেম্বার স্থাপন এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে কূল ভ্যানের ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৮.০ ফটোগ্যালারী

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে ট্যাব প্রদান

আরডিএ, বগুড়া এর সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

পিকেএসএফ এর সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাথে সমঝোতা স্মরক স্বাক্ষর

ভিয়েতনাম এর বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আলোচনা

ভিয়েতনাম এর বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

ইউএসএআইডি এর সহায়তায় ফরিদপুরে বাজার সংযোগ স্থাপন

পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গান্না বাজার, ঝিনাইদহতে অবস্থিত ফুল চাষী সমিতির কার্যালয় পরিদর্শন।

অফিস কাম ট্রেনিং এ্যান্ড প্রসেসিং সেন্টার, রংপুর।

শস্য গুদাম, চিতলমারী উপজেলা, বাগেরহাট।

সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী, ঢাকা।

কুল চেম্বার, সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী, ঢাকা।

পচঁনশীল কৃষিপণ্য পরিবহনে রিফার ভ্যান/ কুল ভ্যান

অফিস কাম ট্রেনিং এ্যান্ড প্রসেসিং সেন্টার, কুমিল্লা।

অফিস কাম ট্রেনিং এ্যান্ড প্রসেসিং সেন্টার, নরসিংদী।

এসেম্বল সেন্টার, বিত্তিপাড়া বাজার, কুষ্টিয়া।

স্বল্প খরচে গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার, ঝিনাইদহ।

পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক চুয়াডাংগায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার উদ্বোধন।

অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার, চুয়াডাংগা।

সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) এর আওতায় খুলনাতে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক কর্মশালা।

সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) এর আওতায় প্রধান কার্যালয়, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত সার্ভে কার্যক্রমের ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ।

এফএমজি কর্মসূচীর আওতায় প্রধান কার্যালয়, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সেমিনার।

মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ) এর আওতায় কুষ্টিয়াতে অনুষ্ঠিত প্রারম্ভিক ওয়ার্কশপ।

মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ) এর আওতায় কুষ্টিয়াতে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ।

মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ) এর আওতায় কুষ্টিয়াতে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ।

পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ) এর আওতায় গোপালগঞ্জ এ অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালা।

সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) এর আওতায় আরডিএ, বগুড়াতে অনুষ্ঠিত প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ।

সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) এর আওতায় কুমিল্লাতে অনুষ্ঠিত কৃষক প্রশিক্ষণ।

সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) এর আওতায় অনুষ্ঠিত প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ।

মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ) এর আওতায় অনুষ্ঠিত প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ।

সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) এর আওতায় অনুষ্ঠিত প্যাকেজিং প্রশিক্ষণ।

সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) এর আওতায় সাভার, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত কৃষক প্রশিক্ষণ।

মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ) এর আওতায় আয়োজিত মোটিভেশনাল ট্যুর।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এ আয়োজিত অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ।

অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

আইসিটি রিফ্রেশার ট্রেনিং, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফল মেলা, ঢাকাতে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন।

খাদ্য মেলা, ঢাকাতে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন।

জেলা পর্যায়ে আয়োজিত খাদ্য মেলা, রংপুর এ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অংশগ্রহন।

জাইকার প্রতিনিধিসহ চান্দিনা বাজার, কুমিল্লা পরিদর্শন ।

ফুলের বাজার, গান্না এসেম্বল সেন্টার, ঝিনাইদহ।

মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ) এর আওতায় পরিচালিত সার্ভে কার্যক্রমের ফোকাস গুপ ডিসকাশন, কুষ্টিয়া।

পানের বাজার, বিত্তিপাড়া এসেম্বল সেন্টার, কুষ্টিয়া।

বিদ্যমান কৃষি পণ্যের প্রচলিত বাজার

একবিংশ শতাব্দীর কাঙ্খিত কৃষি পণ্যের আধুনিক বাজার

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
ফোন: ৯১১৪৩১০ ফ্যাক্স: ৯১৩৮৫৯২
ই-মেইল: director@dam.gov.bd
www.dam.gov.bd